348

NATIONAL ARCHIVES OF

348
NAZRUL ISLĀM
Biṣera bāṃśī.
Hooghly (Calcutta printed): Nazrul Islam, 1331 [1924].
59 p. 24 cm.
Nationalistic songs, published as a supplement to the collection 'Agni-bīṇā'.
PP Ben D 5; PIB 2/5

P.B. 2/5

বিষের বাঁশী

কাজী নজরুল ইসলাম

NADHR al-LSLAM

প্রথম সংস্করণ—২২০০

শ্রাবণ, ১৩৩১।

মোসলেম ও প্রাপ্তিস্থান—

ডি, এম, লাইব্রেরী

৬১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

[প্রকাশক কর্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য একটাকা দুই আনা]

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Published by
NAZRUL ISLAM.
Hooghly

কবি নজরুলের অন্যান্য বই

১। অগ্নিবীণা (কবিতা, দ্বিতীয় সংস্করণ) ... ১।০
২। দোলন্‌-চাঁপা (কবিতা) ... ১।০
৩। ব্যথার দান (গল্প) ... ১৷৷০
৪। ভাঙার গান (ভিক্ষা দাও ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গানগুলি এতে আছে) ... ৷৷৵০

[শীঘ্রই বাহির হইবে]

১। প্রলয়ঙ্কর (যন্ত্রস্থ) ...
২। বাঁধন-হারা (পত্র-উপন্যাস) ...
৩। ছায়ানট (কবিতা ও গান) ...
৪। ঝিঙে ফুল (ছেলেদের কবিতা) ...
৫। সুর-মুকুর (কবির সমস্ত রক্ত গানের স্বরলিপি)

মুসলিম-মহিলা-কুল-গৌরব রাঙলার মহিমা প্রদীপ
তেজস্বিনী অগ্নিময়ী লেখিকা—
মিসেস্‌ এম্‌, রহমানের
মা ও মেয়ে
(অপূর্ব উপন্যাস)
ছাপা হচ্ছে
(পীড়িতা নারী-সমাজের যন্ত্রণা-চীৎকার ও বিদ্রোহ)

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA



Printed by—S. K. CHATTERJEE,
BANI PRESS
33 A, Madan Mitter Lane, Calcutta

উৎসর্গ

বাঙ্‌লার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুস্‌লিম-মহিলা-কুল-গৌরব

আমার লক্ষ্মজননী-স্বরূপা মা

মিসেস্ এম, রহমান সাহেবার

পবিত্র চরণারবিন্দে—

এমনি শ্রাবন-দুন্দুভি-বাজা ব্যাকুল শ্রাবণ মাস,—
সর্ব্বনাশের ঝাণ্ডা দুলায়ে বিদ্রোহ-রাঙা-বাস
ছুটিতে আছিনু মাতৈঃ মন্ত্রী ঘোষি অভয়ঙ্কর,
রণ-বিপ্লব-রক্ত-অশ্ব কশাঘাত জর্জ্জর !
সহসা থমকি দাঁড়ানু আমার সর্পিল-পথ-বাঁকে,
ওগো নাগ-মাতা, বিষ-জর্জ্জর তব গরজন-ডাকে !
কোথা সে অতল পাতাল-বন্ধ গুহার তলে
নিজীব তব ফণা-নিঙড়ানো গরলের ধারা গলে,
পাতাল-প্রাচীর চিরিয়া তোমার জ্বালা-ক্রন্দন-চুর
আলোর জগতে এসে বাজে যেন বিষ-মদ-চিকুর !
আঁধার-পীড়িত রোষ-দোদুল্ সে তব ফণা-ছায়া-দোল
হানিছে গৃহীরে অশুভ শঙ্কা, কাঁপে ভয়ে সুখ-কোল !
ধূমকেতু-ধ্বজ বিপ্লব-রথ সহসে অচপল,
নোয়াইল শির শ্রদ্ধা-প্রণত রথের অশ্বদল !
ধূমকেতু-ধূম-গহ্বরে যত সাম্রিক শিশু-পক্ষী
উল্লাসে "জয় জয় নাগমাতা" হাঁকিল জয়-ধ্বনি !
ধ্বনিল, উর্ব্ব নাগ-নন্দিনী তেদিয়া পাতাল-তল !
দুলিল গগনে অভয়-ধ্বনি-পতাকা জ্বালা-উজ্জ্বল !
তারপর মাগো কোথা গেলে তুমি, আমি কোথা হ'নু হারা,
জাগিয়া দেখিনু, আমারে গ্রাসিয়া রাহু রাক্ষস-কারা !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

শৃঙ্খলিতা সে জননীর বাণী অঙ্কিয়া এ ক্ষীণ বুকে
অগ্নি হয়ে যা জ্বলিছিল খুন-খিল উঠেছিল মুখে,
শৃঙ্খল-হানা অত্যাচারীর বুকে রাজপাখী সম
পড়িয়া তাহারে ছিঁড়িতে চেয়েছি হিংসা-নখরে মম,—
সে আক্রমণ ব্যর্থ কখন্ করেছে কারায় কাঁদ,
যন্ত্রিনী দেশ-জননীর সাথে বেঁধেছে আমারে বাঁধ!
হাতে পায়ে কটি, গর্জ্জনে মোর বাজে শত শৃঙ্খল,
অনাহারে তনু ক্ষুধা-বিশীর্ণ, তৃষায় মেলে না জল,
কত যুগ যেন এক অঞ্জলি পাইনিক আলো বায়ু
তারি মাঝে আসি রক্ষী-দানব বিদ্যুতে বেঁধে যায়—
এত যন্ত্রণা তবু সব যেন বুকে ক্ষীর হয়ে ওঠে
শত্রুর-হানা কণ্টক-ক্ষত প্রাণে ফুল হয়ে ফোটে!—
এরই মাঝে তুমি এলে নাগ-মাতা পাতাল-বন্ধ টুটি
অচেতন মম ক্ষত তনু পঙ্কে তব ফণা-তলে লুটি!
তোমার মমতা-মাণিক-আলোকে চিনিনু তোমারে মাতা,
তুমি লাঞ্ছিতা বিশ্ব-জননী! তোমার আঁচল পাতা
নিখিল দুঃখী নিপীড়িত-তরে, বিষ শুধু তোমা' দহে,
ফণা তব মাগো পীড়িত নিখিল ধরণীর তাই বহে!—
আমারে যে তুমি বাসিয়াছ ভালো ধরেছ অভয়-ক্রোড়ে,
সপ্ত রাজার রাজৈশ্বর্য্য মাণিক দিয়াছ মোরে,
নহে তার তরে,—সব সন্তানে তুমি যে বেসেছ ভালো,
তোমার মাণিক সকলের মুখে দেয় যে সমান আলো,
শুধু মাতা নহ, জগন্মাতার আসনে বসেছ তুমি,—
সেই গৌরবে, জননী আমার, তোমার চরণ চুমি!

তোমার নাগ-শিশু—
কাজরুল ইসলাম

হুগলি,
১৮ই শ্রাবণ, ১৩৩১

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

কৈফিয়ৎ

"অগ্নিবীণা" দ্বিতীয় খণ্ড নাম দিয়ে তাতে যে সব কবিতা ও গান দেবো ব'লে এতকাল ধ'রে বিজ্ঞাপন দিচ্ছিলাম, সেই সব কবিতা ও গান দিয়ে এই "বিষের বাঁশী" প্রকাশ করলাম। নানা কারণে "অগ্নিবীণা" দ্বিতীয় খণ্ড নাম বদ্‌লে "বিষের বাঁশী" নাম-করণ করলাম। বিশেষ কারণে কয়েকটি কবিতা ও গান বাদ দিতে বাধ্য হ'লাম। কারণ আইন-রূপ আয়ান ঘোষ যতক্ষণ তার বাঁশ উঁচিয়ে আছে, ততক্ষণ বাঁশীতে তথাকথিত "বিদ্রোহ"-রাধার নাম না নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ঐ ঘোষের পো'র বাঁশ বাঁশীর চেয়ে অনেক শক্ত। বাঁশে ও বাঁশীতে বাঁশাবাঁশী লাগ্‌লে বাঁশীরই ভেঙে যাবার সম্ভাবনা বেশী। কেননা, বাঁশী হচ্ছে সুরের, আর বাঁশ হচ্ছে অসুরের।

এই বাঁশী তৈরীর জন্য আমার অনেক বন্ধু নিঃস্বার্থভাবে অনেক সাহায্য করেছেন। তাঁরা সাহায্য না করলে এ বাঁশীর গান আমার মনের বেণুবনেই গুম্‌রে মর্‌ত। এঁরা সকলেই নিঃস্বার্থ নিষ্কলুষ প্রাণ-সুন্দর আনন্দ-পুরুষ। আমার নি-খরচা কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ পাবার লোভে এঁরা সাহায্য করেন নি। এঁরা সকলেই জানেন, ওসব বিষয়ে আমি একেবারে অমানুষ বা পাষাণ। এঁরা যা করেছেন, তা স্রেফ্ আনন্দের প্রেরণায় ও আমায় ভালোবেসে। সুতরাং আমি ভিক্ষাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকের মত তাঁদের কাছে চির-চলিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে তাঁদের আনন্দকে খর্ব ও ভালবাসাকে অস্বীকার করব না। এঁরা যদি সাহায্য হিসাবে আমার সাহায্য করতে আস্‌তেন তাহ'লে আমি এঁদের কারুর সাহায্য নিতাম না। যাঁরা সাহায্য ক'রে মনে মনে প্রতিদানের দাবী পোষণ ক'রে আমায় দায়ী ক'রে রাখেন, তাঁদের সাহায্য নিয়ে আমি নিজেকে অবমানিত করতে নারাজ। এতটুকু শ্রদ্ধা আমার নিজের উপর আছে। স্রেফ তাঁদের নাম ও কে কোন্ মালমসলা জুগিয়েছেন তাই জানাচ্ছি—নিজেকে হাল্‌কা করার আত্মপ্রসাদের লোভে।

এ "বিষের বাঁশীর" বিষ জুগিয়েছেন, আমার নিপীড়িত দেশ-মাতৃ আর আমার ওপর বিধাতার সকল রকম আঘাতের অত্যাচার।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বাঁশ জুগিয়েছেন সুলেখক ঔপন্যাসিক-বন্ধু সনৎকুমার সেন। এ বাঁশকে বাঁশী ক'রে তুলেছেন—"বাণী" যন্ত্র দিয়ে ঐ যন্ত্রাধিকারী বিখ্যাত স্বদেশ সেবক আমার অগ্রজ-প্রতিম পরম শ্রদ্ধাস্পদ ললিত-দা ও পাঁচু-দা। তাঁদের যত্নের সাহায্য না পেলে এ বাঁশী শুধু বাঁশই রয়ে যেত। এই বাঁশীর গায়ের অদ্ভুত বিচিত্র নক্সাটি কেটে দিয়েছেন প্রথিত যশা কবি-শিল্পী—আমার কারাগারের বন্ধু—'কল্লোল"-সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ। এই সবের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছিলেন দেশের কাজে-উৎসর্গ-প্রাণ আমার পরম শ্রদ্ধার বন্ধু মৌলবী মঈনুদ্দিন হোসেন সাহেব বি, এ (মূর লাইব্রেরী)। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, ভি, এম, লাইব্রেরীর গোপাল-দা এই গান শোনাবার জন্য ঢোল-শোহরৎ দেবার ভার নিয়েছেন।

এত বন্ধুর এত চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক দোষ-ত্রুটি রয়ে গেল আমার অবকাশহীনতা ও অতিমন্যুর মত সপ্তরথী-পরিবেষ্টিত ক্ষতবিক্ষত অবস্থার জন্য। যাঁরা আমায় জানেন, তাঁরা জানেন, আমার বিনাকাজের হট্টমন্দিরে অবকাশের কি রকম অভাব এবং জীবনের কতখানি শক্তি ব্যয় করতে হয় দশদিকের দশ আক্রমণ ব্যর্থ করবার জন্য। যদি অবকাশ ও শান্তি পাই, তা হ'লে দ্বিতীয় সংস্করণে এর দোষ-ত্রুটি নিরাকরণের চেষ্টা করব। ইতি—

হুগলি

১৬ই শ্রাবণ, ১৩৩১

নজরুল ইসলাম

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ !
গাইবি আবার কণ্ঠ চেঁড়া বিষ-অভিশাপ-সিক্ত গান।
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

আয় রে আমার বাঁধন-ভাঙার তীব্র সুখ
জড়িয়ে হাতে কাল্-কেউটে গোখ্‌রো নাগের
পীত্ চাবুক !
হাতের সুখে আনিয়ে দে তোর সুখের বাসা ফুল-বাগান !
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

বুঝিস্‌নি কি কাঁদায় তোরে তোরই প্রাণের সন্ন্যাসী !
তোর অভিমান হ'ল শেষে তোরই গলার নীল ফাঁসি !
(তোর) হাসির বাঁশী আন্‌লে বুকে যন্ত্রা-ক্ষয়ীর রক্ত-বান !
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

কামুস-ফাঁপা মানুষ দেখে হায় অবোধ
ছুটে এলি ছায়ার আশায়
মাথায় তেম্‌নি জ্বল্‌ছে রোদ।
ফাঁকির ফানুস ছাই হ'ল তোর
খুঁজিস এখন রোদ-শ্মশান !
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

তুই যে আগুন, জল্-ধারা চাস কার কাছে ?
বাষ্প হয়ে যায় উড়ে জল সাগর-শোষা তোর আঁচে
ফুলের মালায় হৃদের জ্বালায় জ্বলবি কত অগ্নি-স্নান !
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

অগ্নি-ফণি ! বিষ-রসানো জিহ্বা দিয়ে দিস্ চুমা,
পাহাড়-ভাঙা আপ্‌টানী তোর—ভাবিস্ সোহাগ-সুখ-ছোঁওয়া !
মৃত্যুও যে সইতে নারে তোর সোহাগের মৃত্যু-টান !
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

হুখের লালস শেষ করে দে, বাঘপুর!
কাল্-শ্মশানের প্রেত-আলেয়া! তুই কোথা বল্
বাঁধ্‌বি ঘর?
ঘর-পোড়ানে ত্রাস-হানা তুই সর্ব্বনাশের লাল-নিশান!
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

তোর তরে নয় শীতল ছায়া
পায়-তলার-প্রেম-আসায়,
তুই যে ঘরের শান্তি-শত্রু
রুদ্র শিবের চণ্ড মায়।
প্রেম-স্নেহ তোর হারাম যে রে
কশাই-কঠিন তুই পাষাণ!
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

সাপ ঘুরে তুই লাগ্‌বি বুকে
সইবে না তোর ফুলের ঘা,
মারতে তোকে বাজ পাবে লাজ
চুমুর সোহাগ সইবে না!
ডাক-নামে ডাক্‌ছি তোর ভয়ে নয়,
আহ্বান তোর ভীম কামান।
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

ফণী-মনসার কাঁটার খুরে
আয় ফিরে তুই কাল্-ফণী,
বিষের বাঁশী বাজিয়ে তাকে নাগ-মাতা—
"আয় নীলমণি!"
রুদ্র প্রেমের মূর্ত্তামী হাড়,
ধর্ ক্ষ্যাপা তোর অগ্নি-বাণ!
আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ!

NATIONALARCHIVESOFINDIA

ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্

(আবির্ভাব)

নাই তা—জ
তাই না—জ ?
ওরে মুস্‌লিম্, খর্জ্জুর-শীষে তোরা নাজ !
ক'রে তস্‌লিম হয় কুর্নিশে শোর্ আ-স্মান
শোন্ কোন্ মুজ্‌দা সে উচ্চারে 'হেরা' আজ
ধরা-মাঝ !
উর্জ্ য়্যামেন্ নজ্‌দ্ হেযাজ্ তাহামা ইরাক্ শাম
মেসের্ ওমান্ তিহারান—স্মরি' কাহার বিরাট নাম
পড়ে "সাল্লাল্লাহ আলায়্হি সাল্লাম্ !"
চলে আজাম্,
দোলে তাজাম্,
খোলে হুর-পরী মরি ফিরদৌসের্ হাম্মাম !
টলে কাঁখের কলসে কওসর্ ভর্ হাতে 'আব্-জম্-জম্'-জাম্ ।

কুঞ্জিকা :—তাজ = মুকুট । তস্‌লিম্ = সালাম, প্রণাম । শোর্ আজাজ = বিরাট বিপুল ধ্বনি । মুজ্‌দা = খোশ্‌খবর, সুসংবাদ । হেরা = আরবের হেরা নামক পর্ব্বত ; এই গিরি গুহায় হজরত মোহম্মদ (দঃ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন । উর্জ্, য়্যামেন্, নজ্‌দ্, হেযাজ্, তাহামা = আরবের পাঁচটী প্রদেশের নাম । ইরাক = মেসোপটেমিয়া প্রদেশ । শাম = সিরিয়া প্রদেশ । মেসের = মিসর দেশ ওমান = আরবের এক ছোট রাজ্য । সাল্লাল্লাহু আলায়্হি সাল্লাম' = আরবী ভাষায় উচ্চারিত 'দরুদ' বা শান্তি-বাণী । মুসলমান মাত্রকেই হজরতের নামের শেষে এই 'দরুদ' পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য । ইহার অর্থ—তাঁহার উপর খোদার শান্তি ও করুণাধারা বর্ষিত হউক ।

আজাম = আয়োজন । তাজাম = সওয়ারী । ফিরদৌস্ = স্বর্গ । হাম্মাম = স্নানাগার । কওসর = অমৃত । ভর = ভরা, পূর্ণ । হুর-পরী = অপ্সরী-কিন্নরী । আব্-জম্‌জম্ = মক্কার 'জম্‌জম্' নামক কূপের পবিত্র জল । জাম = পেয়ালা ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

শোন্ দামাম্ কামান্ তামাম্ সামান্
নির্ঘোষি' কার্ নাম
পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলায়্হি সাল্লাম্!"

(২)

ঘস্ তান!
ঘ্যস্ ধাম্!
দেখ্ মস্তান্ আছি শিস্তান্ যোস্তান,
তেগ্ গর্দ্দানে ধরি দারোয়ান্ রোস্তাম্।
বাজে কাহারবা বাজ, গুল্জার গুল্শান্
গুল্কাম্!
দক্ষিণে দোলে আরবী দরিয়া খুশীতে সে বাগে বাগ,
পশ্চিমে নীলা 'লোহিতের খুন-জোশীতে রে লাগে আগ্,
মরু সাহারা গোবীতে সব্জার জাগে দাগ।
নূরে কুর্শির
পুরে 'তূর'-শির,
ঘুরে ঘূর্ণীর তালে সুর্ বুনে হুরী কৃত্তির,
ঘুরে সুর্মার ঘন লালী উষ্ণীষে ইরাণী দুরাণী তুর্কীর।
নাজ বেদুইন্ তা'র ছেড়ে দিয়ে ঘোড়া।
ছুড়ে' ফেলে' বল্লম্
পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলায়্হি সাল্লাম্!"

দামাম = দামামা। তামাম = সমস্ত। সামান = সাজ-সরঞ্জাম। মস্তান = মস্তানা, পাগলা। ঘস্ ধাম = ঘাস্, ধামো! শিস্তান-যোস্তান = শিস্তা-মের ফুল-বাছিয়া। তেগ = তলোয়ার। গর্দ্দানে = স্কন্ধে। রোস্তাম = পারস্যের জগদ্বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীর। কাহারবা = তালের নাম। গুল্জার = মাত্। গুল্শান = পুষ্প-বাটিকা। গুল্কাম = গোলাপী রঙীন্। আরবী দরিয়া = আরব সাগর। খুশীতে যাগে-যাগ্ = আহ্লাদে আটখানা। নীলা = নীলবর্ণ জলবিশিষ্ট। লোহিতের = লোহিত সমুদ্রের। খুন জোশীতে = রক্ত-উত্তেজনায়। আগ = আগুন। সাহারা, গোবী = দুই বিশাল মরুভূমির নাম। সব্জার = হরিতের। নূরে = জ্যোতিতে। কুর্শি = খোদার সিংহাসনের আসন। তূর = আরবের তূর নামক পর্ব্বত। ঘূর্ণীর = নাচিয়ার। সুর্মার = কালিমার। লালী = অরুণিমা। ইরাণী = পারস্যের অধিবাসী। দুরাণী = কাবুলী। তুর্কী = তুরস্কের অধিবাসী।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(৩)

'সাবেঈন'
তাবেঈন্‌
হ'য়ে চিল্লায়্‌ ঘোর "ই ওই নাবে 'দীন্‌' !"
ভয়ে ভূমি চুমে 'লাত্‌ মানাত'-এর তাবেদীন্‌।
রোষে ওয্‌যা হোবল্‌' ইব্‌লিস্‌ খারেজিন্‌,—
কাঁপে জীন্‌ !
মেদার পূবে মক্কা মদিনা চৌদিকে পর্ব্বৎ,
তারি মাঝে 'কাবা' আল্লার ঘর ছুলে আজ্‌ হয়্‌ ওক্ত,
ঘন উথলে অদূরে 'জম্‌-জম্‌' শর্‌বৎ !
পানি কও্‌সর,
মণি জও্‌হর্‌
আনি 'জিব্‌রাইল্‌' আজ্‌ হয়্‌দম্‌ দানে গও্‌হর্‌,
টানি' 'মালিক্‌-উল্‌-মৌত্‌' জিন্নির্‌—বাঁধে মৃত্যুর ধার লোহর্‌।
হানি' বরষা সহসা 'মিকাইল্‌' করে
উষর আরবে ভিজা,
যাতে নব সৃষ্টির উল্লাসে ঘন 'ইস্‌রাফিল্‌'-এর শিঙা !

(৪)

জন্‌ জাল
কও্‌ কাল
ভেদি',— ঘন জাল মেকী গম্ভীর পল্লার

'সাবেঈন' = আরবের মূর্ত্তিপূজকগণ। 'তাবেঈন' = আজ্ঞাবহ। চীল্লায় = চিৎকার করে। 'দীন্‌' = সত্যধর্ম্ম। 'লাত্‌ মানাত' = আরবের মূর্ত্তিপূজকগণের মাতুলয়ের নাম। ওয়াবেঈন = উত্তরাধিকারিগণ, (এখানে) ঐ মূর্ত্তিসমূহের দলবল। রোষে = ক্রোধে। 'ওয্‌যা হোবল' = আরব মূর্ত্তি-পূজারিদের দুই প্রধান প্রতিমা। ইব্‌লিস = শয়তান। খারেজিন = এক বদমায়েশ সম্প্রদায়। জীন্‌ = দৈত্য ; genii. মেদা = মেদা নগর। মদিনা = শহর ('মদিনা' নামক শহর নয়)। 'কাবা' = মক্কায় বিখ্যাত মস্‌জিদ। হয়্‌ ওক্ত = সর্ব্বদা। হয়্‌দম্‌ = সদাসর্ব্বদা। গওহর্‌ = মতি। 'মালিক-উল্‌-মৌত' = ফেরেশ্‌তার (স্বর্গীয় দূত) নাম ; জীবের জীবন-সংহার এই মহাত্মার হাতে। জিন্নির = মুখল। 'মিকাইল' = ফেরেশ্‌তা। ভিজা = সরসা। 'ইস্‌রাফিল' = প্রলয়-বিষাণ-মুখে এক ফেরেশ্‌তা। জঞ্জাল = জঞ্জাল। কঙ্কাল = কঙ্কাল।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ছেদি',— মরুভূতে একি শক্তির সঞ্চার !
বেদী- পঞ্জরে রণে সত্যের ডঙ্কার
ওঙ্কার !
শঙ্কারে করি' লঙ্কার পার কা'র ধনু-টঙ্কার
হুঙ্কারে ওরে সাচ্চা-সরোদে শাশ্বত ঝঙ্কার ?
ভূমা- নন্দে রে সব টুটেছে অহং-কার !
মর- মর্ম্মরে
নর- ধর্ম্ম রে
ঝড় কর্ম্মরে দিল ইমানের জোর্ বর্ম্ম রে,
তর্ দিল্ জান—পেয়ে শান্তি নিখিল্ ফিরদৌসের হর্ম্ম্য রে !
রণে তাই ত বিশ্ব-বয়তুল্লাতে
মন্ত্র ও জয়নাদ- -
"ওয়ে মারহাবা ওয়ে মারহাবা এয় মরওয়ারে কায়েনাত !"

(৫)

শর্ ওয়ান
দর্ ওয়ান,
আজি বান্দা যে কেয়ুউন শাদ্দাদ্ নমরুদ মারোয়ান,
তাজি বোর্রাক্ হাঁকে আস্মানে পর্ওয়ান্,—
ও যে বিশ্বের চির সাচ্চায়ই বোর্ হান্—
'কোর্-আন্' !

সরোদ = এক তারের যন্ত্রের নাম। ইমান = বিশ্বাস। বিশ্ব-বয়তুল্লাহ = বিশ্বরূপ 'কাবা' বা আল্লার ঘর। ওয়ে = ওগো, বাছা ! মারহাবা = সাবাস। 'মরওয়ারে কায়েনাত' = সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। "শর্ওয়ান" = 'নওশেরওয়ান' নামক পারস্যের বিখ্যাত দানশীল বাদশাহ্। বান্দা = হুজুরে-হাজির গোলাম, বন্দনাকারী ! কেয়ুউন, শাদ্দাদ্ নমরুদ্, মারওয়ান = বিশ্বাত ঈশ্বরদ্রোহী সব। তাজি = দ্রুতগামী অশ্ব। বোর্রাক—উচ্চৈঃশ্রবার মত স্বর্গের শ্রেষ্ঠ অশ্ব। আসমান = আকাশ। পর্ওয়ান্ = পরোয়ানা। সাচ্চায়ই = সত্যেরই। বোরহান = প্রমাণ

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

"কোন্ যাদুমণি এলি ওরে" ব'লি রোয়ে মাতা আমিনায়
খোদার হবিবে বুকে চাপি, আহা বেঁচে আজ স্বামী নাই !
দূরে আব্দুল্লার রুহ কাঁদে "ওরে আমিনারে 'গমি' নাই—
দেখ সতী তব কোলে চাঁদ, সব তর-পুর্ 'কমি' নাই !
"এয়্ কর্ জন্দ্"—
হায় হয়্দম্
ধায় দাদা মোত্তলেব্ কাঁদি,—পায়ে ধূলা কর্দ্দম !
"ভাই ! কোথা তুই ?" বলি' বাচ্চারে কোলে কাঁদিছে
'হামনা' দুর্দ্দম !
ওই দিক্হারা দিক্পার হ'তে ভেস্ শোর আসে,
ভাসে 'কালাম'—
"এয়্ শাম্সোজ্জোহা বদরোদ্দোজা কামারোজ্জমাঁ। সালাম !"

আমিনা = হজরত মোহম্মদের (দঃ) জননীর নাম। খোদার হবিব = আল্লার বন্ধু (হজরত-এর খেতাব)। আবদুল্লাহ্ = হজরতের স্বর্গগত পিতা। রুহ্ = আত্মা। 'গমি' = দুঃখ। 'গমি নাই = দুঃখ ক'রো না। তর্-পুর = পূর্ণ। 'কমি' = অপূর্ণ। 'কমি নাই = আর কিছু অপূর্ণ নাই।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্

(ত্রিয়োদশ)

এ কি বিস্ময়! আজ্রাইলেরও জলে তর-তর চোখ!
যে-দরদ ছিল্ কাঁপে থর-থর যেন ঘর-ঘর-শোক!
আম্-মাখা তার পাষাণ-পাত্রা বিল্কুল চিলা আজ,
কব্জা নিসাড়, ফলিজা সুরাখ, খাক চুমে নীলা তাজ
জিব্রাইলের আতশী পাখা সে ভেঙে যেন খান্ খান্,
দুনিয়ার দেলা মিটে যায় আজ তবু জান আন্-চান্!

মিকাইল অবিরল
রোনা দুনিয়ার সবি জল
ঢালে ফুল্ মুল্লুকে, তীম যাতে খায় অবিরল ঝাউ দোল।
এ কি আদশীর চাঁদ আজ সেই? সেই রবিয়ল আউওল?

(২)

ঈশানে কাঁপিছে কৃষ্ণ নিশান, ইস্রাফিলেরও প্রলয়-বিষাণ আজ
কাৎরায় শুধু! গুমরিয়া কাঁদে কলিজা-পিষাণো বাজ
রসুলের বামে দাঁড়ায়ে কেন রে আজাজিল শয়তান?
তারও বুক বেয়ে আঁসু ঝরে, ভাসে মদিনার ময়দান
জমিন্-আস্মান জোড়া শির্ পাঁও তুলি' তাজি বোর্রাক্,
চিখ্ মেরে কাঁদে 'আরশে'র পানে চেয়ে, মারে জোর হাঁক
হুর-পরী শোকে হায়
জল- ছল ছল চোখে চায়!
আজ আহাম্মদের খুশি-সিন্ধু নিবে গেছে ক্ষরি' জল,
যত ফিরদৌসের নার্গিস্ লালা কেলে আঁসু পরিমল!

আজরাইল = যমদূত। বে-দরদ = নির্মম। সুরাখ = ফাঁকরা। খাক্ = মাটী। নীলা তাজ = আজরাইলের মাথার তাজ নীলবর্ণ। জিবরাইল = প্রধান ফেরেশ্তা ও স্বর্গীয় বার্তাবহ। আতশী = অগ্নিময়। মিকাইল = ফেরেশ্তা। কুল্ মুল্লুকে = সর্বদেশে। ইস্রাফিল = প্রলয় বিষাণ-ধারী ফেরেশ্তা। রসুল = প্রেরিত পুরুষ। আজাজিল = শয়তানের নাম। তাজি বোর্রাক = বোর্রাক নামক স্বর্গীয় ঘোড়া। আরশ = খোদার সিংহাসন। ফিরদৌস্ = বেহেশ্ত, স্বর্গ। নার্গিস লালা = ফুলের নাম।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(৩)

মৃত্তিকা-মাতা কেঁদে মাটী হ'ল বুকে চেপে মরা লাশ,
বেটার জানাজা কাঁধে যেন—তাই বহে মন নাড়ি-শ্বাস !
পাতাল-গহরে কাঁদে জিন, ভূমঃ ম'লো কি রে সোলেমান ?
বাচ্চারে যুগী দুধ নাহি দেয়, বিহঙ্গীরা ভোলে গান !
ফুল পাতা যত খ'সে পড়ে, বহে উত্তর-চিরা বায়ু,
ধরণীর আজ শেষ বেন আয়ু, ছিঁড়ে যেন শিরা স্নায়ু !
মক্কা ও মদিনায়
আজ শোকের অবধি নাই !
যেন রোজ-হাশরের ময়দান, সব উন্মাদ সম ছুটে !
কাঁপে ঘন ঘন কাবা, গেল গেল বুঝি সৃষ্টির দম টুটে' !

(৪)

নকীবের তূরী ফুৎকারি' আজ বারোয়াঁর সুরে কাঁদে,
কার তরবারি খান খান করে চোট মারে দূরে চাঁদে ?
আবুবকরের দর দর আঁসু দরিয়ার পারা করে,
মাতা আয়েষার কাঁদনে ঘুরছে আসমানে তারা ভরে !
শোকে উন্মাদ ওমর ঘূর্ণীর বেগে ছোরা,
বলে "আল্লার আজ চাল ভুলে নেযো মেরে তেগ্, দেগে কৌড়া !"
হাকে ঘন ঘন বীর—
"হবে কুদা তার তন্ শির,
আজ যে বলিবে নাই বেঁচে হজরত—যে নেবে রে তাঁরে গোরে !"
আর দারাজ দস্তে তেজ হাতিয়ার ঘোঁও ঘোঁও ক'রে ঘোরে !

(৫)

গুম্বজে কে রে গুমরিয়া কাঁদে মস্‌জিদে মস্‌জিদে ?
মুয়াজ্জিনের হোশ্ নাই, নাই জোশ চিতে, শোষ হৃদে !
বেলালেরও আজ কণ্ঠে আজান ভেঙে যায় কেঁপে কেঁপে,
নাড়ী ছেঁড়া এ কি আল্লার ডাক হেঁকে চলে ঝোপে ঝোপে !
উস্‌মানের আর হুঁশ নাই কেঁদে কেঁদে কেবা উঠে মুখে,
আলী হাইদর বায়েল আজি রে বেলাল-কোটে ঘুঁকে !

তন্—দেহ। দারাজ দস্তে—বিশাল হাতে।

আজ তোতা সে দুধারী-ধার
ঐ আলীর জুলফিকার !
আহা রসুল-দুলালী আদরিণী মেয়ে মা ফাতেমা ঐ কাঁদে,
"কোথা বাবাজান !" বলি' মাথা কুটে কুটে এলো-কেশ নাহি বাঁধে !

(৬)

হাসান-হুসেন তড়পায় যেন জবে করা কবুতর,
"নানাজান কই !" বলি' খুঁজে' ফেরে কভু বা'র কভু ঘর !
নিবে গেছে আজ দিনের দীপালি, খ'সেছে চন্দ্র-তারা,
আঁধিয়ারা হ'য়ে গেছে দশ দিশি, ঝরে মুখে খুন-ধারা !
সাগর-সলিল ফোঁপারে উঠে' সে আকাশ ডুবাতে চায়,
শুধু লোনা জল তার আঁসু ছাড়া কিছু রাখিবে না দুনিয়ায় !
খোদ খোদা সে নির্বিকার,
আজু টুটেছে আসনও তাঁর !
আজ সখা মহবুবে বুকে পেতে দুখে কেন যেন কাঁটা বেঁধে,
তারে ছিনিবে কেমনে যার ভয়ে মরে নিখিল সৃষ্টি কেঁদে !

(৭)

বেহেশ্‌ত সব আরাস্তা আজ, সেথা মহা ধূম-ধাম,
গাহে হুর পরী যত "সল্লাল্লাহো আলায় হি সল্লাম ।"
কাতারে কাতারে করযোড়ে সবে দাঁড়ায়ে গাহিছে জয়,—
ধরিতে না পেরে ধরা-মা'র চোখে দর-দর ধারা বয় ।
এসেছে আমিনা আখতুল্লা কি, এসেছে খদিজা সতী ?
আজ জননীর মুখে হারামণি-পাওয়া-হাসা হাসে জগপতি !
"খোদা, একি তব অবিচার !"
ব'লে কাঁদে সুত ধরা-মা'র ।
আজ অমরার আলো আরো ঝল মল, সেথা ফোটে আরও হাসি,
শুধু মাটির মায়ের দীপ নিভে গেল, নেমে এলো অমা রাশি !

* * * *

আজ স্বরগের হাসি ধরার অশ্রু ছাপায়ে অবিশ্রাম
ওঠে এ কী ঘন রোল—"সল্লাল্লাহো আলায় হি সল্লাম !"

জুলফিকার = হজরত আলীর তলোয়ার । মহ্‌বুব = প্রিয় ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সেবক

সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,
নেই কি রে কেউ সত্য সাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায় ?—
শিকলগুলো বিকল ক'রে পায়ের তলায় মাড়ায়,—
বজ্র হাতে জিন্দানের ঐ ভিত্তিটাকে নাড়ায় ?
নাজাত্ পথের আজাদ মানব নেই কি রে কেউ বাঁচা,
ভাঙ্‌তে পারে ত্রিশ কোটি এই মানুষ-মেষের খাঁচা ?
ঝুটার পায়ে শির লুটাবে, এতই ভীরু সাঁচা ?

কন্দী-কারায় কাঁদছিল হায় বন্দী যত ছেলে,
এমন দিনে ব্যথায় করুণ অরুণ আঁখি মেলে,
পাবক-শিখা হস্তে ধরি' কে তুমি তাই এলে ?
"সেবক আমি" হাঁক্‌লো তরুণ কারার দুয়ার ঠেলে !

দিন দুনিয়ায় আজ খুনিয়ার রোজ-হাশরের মেলা,
কর্‌ছে অসুর হক্ কে না হক্, হক্-তারালায় হেলা !
রক্ত সেনার লক্ষ আঘাত বক্ষে বড়ই বেঁধে,
রক্ষা কর, রক্ষ কর উঠ্‌ছে দেশ কেঁদে
নেই কি রে কেউ মুক্তি-সেবক শহীদ হবে ম'রে,
চরণ তলে দল্‌বে মরণ ভয়কে হরণ ক'রে,
ওরে ভয়কে বরণ ক'রে—
নেই কি এমন সত্য পুরুষ মাতৃ-সেবক ওরে ?
কাঁপ্‌লো সে স্বর মৃত্যু-কাতর আকাশ বাতাস ছিঁড়ে,
বাজ প'ড়েছে বাজ প'ড়েছে ভারত-মাতার নীড়ে !

দানব দ'লে শান্তি আনে নাইকি এমন ছেলে ?—
এ কি দেখি গান গেয়ে ঐ অরুণ আঁখি মেলে

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

পাবক-শিখা হস্তে ধ'রে কে বাছা মোর এ'লে ?—
"মাগো আমি সেবক তোমার ! জয় হোক মা'র !"
হাঁক্‌লো তরুণ কারার দুয়ার ঠেলে ।

বিশ্ব-গ্রাসীর ত্রাস নাশি' আজ আস্‌বে কে বীর এসো,
ঘুচ্‌ই শীঘ্রে করতে শাসন, শ্বাস যদি হয় শেষও !
—কে আছ বীর এসো !
"বন্দী থাকা হীন অপমান !" হাঁকবে যে বীর তরুণ,—
শির-দাঁড়া যার শক্ত তাজা, রক্ত যাহার অরুণ,
সত্য-মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের,
খোদার রাহায় জান দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের
দেশের পায়ে প্রাণ দিতে আজ ডাক প'ড়েছে তাদের,
সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের ।

হঠাৎ দেখি আস্‌ছে বিশাল মশাল হাতে ও কে ?
"জয় সত্যম্‌" মন্ত্র-শিখা জ্বল্‌ছে উজল চোখে ।
রাত্রি-শেষে এমন বেশে কে তুমি ভাই এলে ? —
"সেবক তোদের, ভাইরা আমার !—জয় হোক মা'র !"
হাঁক্‌লো তরুণ কারার দুয়ার ঠেলে

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

জাগৃহী

(তোটক ছন্দ)

'হর হর শঙ্কর হর হর ব্যোম্'—
একি ঘন রণ রোল ছায় চরাচর ব্যোমে !
হানে ক্ষিপ্ত মহেশ্বর রুদ্র পিনাক,
ঘন প্রণব-নিনাদ হাঁকে ভৈরব-হাঁক
ধূ ধূ দাউ দাউ জ্বলে কোটী নর-মেধ-যাগ,
হানে কাল-বিষ বিশ্বে রে মহাকাল-নাগ !
আজ ধূর্জ্জটী ব্যোমকেশ নৃত্য-পাগল,
ঐ ভাঙ্‌লো আগল ওরে ভাঙ্‌লো আগল !
বোলে অম্বুদ-ডম্বরু কম্বু বিষাণ,
নাচে থৈ-তাতা থৈ-তাতা পাগ্‌লা ঈশান !
দোলে হিন্দোলে ভীম্-তালে সৃষ্টি ধাত্রার,
বুকে বিশ্বপাত্রার বহে রক্ত-পাথার !
ঘোর নির্ঘোষে "মার্ মার্" দৈত্য, অসুর,
প্রেত, রক্ত-পিশাচ, রণ-দুর্ম্মদ সুর !
করে ক্রন্দসী ক্রন্দন অম্বর রোধ—
ত্রাহি ত্রাহি মহেশ হে সম্বর ক্রোধ !
সুত মৃত্যু-কাতর, হাহা অট্টহাসি
হাসে চণ্ডী চামুণ্ডা মা সর্ব্বনাশী !
কাল- বৈশাখী ঝঞ্ঝারে সঙ্গে করি'—
রণ- উন্মাদিনী নাচে রঙ্গে মরি !
উর- হার দোলে নর মুণ্ড-মালা,
করে খড়্গ করাল, আঁখে বহ্নি জ্বালা !
নিয়া রক্তপানের কি অপস্তা-তৃষা
নাচে ছিন্ন সে মস্তা মা, নাইক দিশা !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

'দে রে রক্ত দে রক্ত দে' রণে ক্রন্দন,
বুঝি থেমে যায় সৃষ্টির হৃৎ-স্পন্দন !
জ্বলে বৈশ্বানরের ধূধূ লক্ষ শিখা,
আজ বিষ্ণু-ভালে জ্বলে রক্ত-টীকা !
শুধু অগ্নি-শিখা ধূধূ অগ্নি-শিখা,
শোভে করুণার ভালে লাল রক্ত-টীকা !
রণ- শ্রান্ত অসুর-সুর-যোদ্ধৃ-সেনা,
শুধু রক্ত-পাথার, শুধু রক্ত-ফেনা !
একি বিশ্ব-বিধ্বংসী নৃশংস খেলা,
কিছু নাই কিছু নাই প্রেত পিশাচে মেলা
আজ ঘরে ঘরে জ্বলে ধূধূ শ্মশান মশান—
হোক রোষ অবসান, ত্রাহি ত্রাহি ভগবান !
আজি যজ্ঞ সবার পূতি-গন্ধে বিশ্বাস,
বিষে বিশ্ব নিসাড়, বহে জোর নাস্তি-শ্বাস !
দেহ ক্ষান্ত রণে, ফেল রঙ্গিণী বেশ,
খোলো রক্তাম্বর মাতা সম্বর কেশ !
এ তো নয় মাতা রক্তোন্মত্তা ভীমা !
আজ জাগৃহী মা, আজ জাগৃহী মা !
তব চরণাবলুণ্ঠিত মহিষ-অসুর,
হ'ল ধ্বংস অসুর, লীন শক্তি পশুর।
তবে সম্বর রণ, হোক ক্ষান্ত রোদন
হোক সত্য-বোধন আজ মুক্তি-বোধন
এসো শুভ্রা মাতা এই কাল-শ্মশানে
আজ প্রলয়-শেষে এই রণাবসানে !
জাগো জাগো মানব-মাতা দেবী নারী !
আনো হৈম-ঝারি, আনো শান্তি-বারি !
এসো কৈলাস হ'তে মাগো মানস-সরে,
নীল উৎপল জলে বাঙা আঁচল ভ'রে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

এসো কন্যা উমা, এসো গৌরী রূপে,
বাজো শঙ্খ শুভ, জ্বালো গন্ধ ধূপে।
আজ মুক্ত-বেণী মেয়ে একাকী চলে,
ঐ শেফালি-তলে হের শেফালি-তলে।
ওড়ে এলোমেলো অঞ্চল আশ্বিন-বায়,
হাসে চঞ্চল নীল চাঞ্চল্য আকাশের গায়।
ঘোষে হিমালয় তার মহা হর্ষ-বাণী,--
এলো হৈমবতী, এলো গৌরী রাণী।
বাজো মঙ্গল শাঁখ, জ্বেলে শুভ-আরতি,
এলো লক্ষ্মী-কমল, এলো বাণী ভারতী।
এলো সুন্দর সৈনিক সুর কার্ত্তিক,
এলো সিদ্ধি-দাতা, হের হাসে চারদিক।
ভরা ফুল-থুকী ফুল-হাসি শিউলির তল,
আজ চোখে আসে জল, শুধু চোখে আসে জল।
নিয়া মাতৃ-হিয়া নিয়া কল্যাণী-রূপ
এলো শক্তি স্বাহা, বাজো শাঁখ জ্বালো ধূপ।
ভাঙো মোহিনী সানাই, বাজো আগমনী সুর,
কেঁদে ওঠে আজ হিয়া মাতৃ-বিধুর।
ওঠে কণ্ঠ ছাপি' বাণী সত্য পরম—
বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্।

তূর্য্য-নিনাদ

(গান)

কোরাস্ { (আজ) ভারত-ভাগ্য-বিধাতার বুকে গুরু-লাঞ্ছনা-পাষাণ-ভার,
আর্ত্ত-নিনাদে হাঁকিছে নকীব,—কে করে মুখ্‌কিল্ আসান তার ?

মন্দির আজি রুদ্ধীর যানি,
নির্জ্জিত ভীত সত্য, বন্ধ রুদ্ধ স্বাধীন-আত্মার বাণী,
সন্ধি-মহলে ফন্দীর ফাঁদ, গম্ভীর আজি-অন্ধকার !
হাঁকিছে নকীব,—হে মহারুদ্র, চূর্ণ কর এ ভণ্ডাগার ॥

রক্ত-মদের বিষ পান করি'
আর্ত্ত মানব ; স্রষ্টা কাতর সৃষ্টির তাঁর নির্ব্বাণ স্মরি '
ক্রন্দন-ঘন বিশ্বে স্বনিছে প্রলয়-ঘটার হুহুঙ্কার,—
হাঁকিছে নকীব,—অভয়-দেবতা, এ মহাপাথার করহ পার

কোলাহল-ঘাঁটা হলাহল রাশি
কে নীলকণ্ঠ গ্রাসিবে রে আজ দেবতার মাকে দেবতা সে আসি ?
উঠিবে কখন ইন্দিরা, ক্রোড়ে শান্তির ঝারি সুধার ভাঁড় ?
হাঁকিছে নকীব,— আন ব্যথা-ক্লেশ-মন্থন-ধন অমৃত-ধার ॥

কণ্ঠ ক্লিষ্ট ক্রন্দন-ঘাতে,
অমৃত-অধিপ নর-নারায়ণ দারুময় ঘন মনোবেদনাতে ।
দশভূজে গলে শৃঙ্খল-ভার দশপ্রহরণ-ধারিণী মা'র,—
হাঁকিছে নকীব,—"আবিরাবির্মএধি" হে নব যুগাবতার !

মৃত্যু-আহত মৃত্যুঞ্জয়,
কে শোনাবে তাঁরে চেতন-মন্ত্র ? কে গাহিবে জয় জীবনের জয় ?
নয়নের নীরে কে ডুবাবে বল বল-দর্পীর অহঙ্কার ?—
হাঁকিছে নকীব,—সে দিন বিশ্বে খুলিবে আরেক তোরণ-দ্বার ॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বোধন *

(গান)

১

দুঃখ কি ভাই, হারাণো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হ'য়ে শুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে ॥
কেঁদোনা, দ'মোনা, বেদনা-দীর্ণ এ প্রাণে আবার আসিবে শক্তি,
দুলিবে শুষ্ক শীর্ষে তোমারও সবুজ প্রাণের অভিব্যক্তি ।
জীবন-ফাগুন যদি মানস-ময়ূরতখ্‌তে আবার বিরাজে,
শোভিবেই ভাই, ঐ ত সেদিন, শোভিবে এ শিরও পুষ্প তাজে ॥

২

হ'য়োনা নিরাশ, অজানা যখন ভবিষ্যতের সব রহস্য,
যবনিকা-আড়ে প্রহেলিকা-মধু,—বীজেই সুপ্ত স্বর্গ-শস্য ।
অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত,
ভয় নাই ভাই ! ঐ যে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত ।
দুঃখ কি ভাই হারাণো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হ'য়ে শুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে ।

৩

দু'দিনের তরে গ্রহ-ফেরে ভাই সব আশা যদি না হয় পূর্ণ,
নিকট সেদিন, রবেনা এদিন, হবে জালিমের গর্ব্ব চূর্ণ !
পুণ্য-পিয়াসী যাবে যারা ভাই মক্কার পূত তীর্থ লভে,
কণ্টক-ভয়ে ফিরবেনা তারা বরং পথেই জীবন সঁপবে !
দুঃখ কি ভাই হারাণো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হ'য়ে শুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে ॥

---

* হাফিজের "বুরোকে ওয় গশ্‌তা বাজ্‌ আয়েদ ব-কিশ্‌বান গম্‌ মখোর" শীর্ষক গজলের ভাব-ছায়া ।

৪

অস্তিত্বের ভিত্তি মোদের বিনাশেও যদি ধ্বংস-বন্যা,
সত্য মোদের কাণ্ডারী ভাই, তুফানে আমরা পর্‌ওয়া করিনা।
যদিও এ পথ ভীতি-সঙ্কুল, লক্ষ্যস্থলও কোথায় দূরে,
বুকে বাঁধ্‌ বল, ধ্রুব-অলক্ষ্য আসিবে নামিয়া অভয় তূরে ॥
দুঃখ কি ভাই হারাণো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে ॥

৫

অত্যাচার আর উৎপীড়নে সৈ আজিকে আমরা পর্যুদস্ত,
ভয় নাই ভাই ! রয়েছে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত।
কি ভয় বন্দী, নিঃস্ব যদিও, অমার আঁধারে পরিত্যক্ত,
যদি রয় তব সত্য-সাধনা স্বাধীন জীবন হবেই ব্যক্ত
দুঃখ কি ভাই হারাণো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

উদ্বোধন

(গান)

বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাও
তীম বজ্র-বিষাণে দুর্জ্জয় মহা-আহ্বান তব,
বাজাও—
অগ্নি-তূর্য্য কাঁপাক সূর্য্য
বাজুক রুদ্রতালে ভৈরব—
দুর্জ্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও !

নট-মল্লার দীপক-রাগে
জ্বলুক তাড়িত-বহ্নি আগে
ভেরীর রন্ধ্রে মেঘ-মন্দ্রে জাগাও বাণী জাগ্রত নব !
দুর্জ্জয় মহা আহ্বান তব, বাজাও !

দাসত্বের এ ঘৃণ্য তৃপ্তি
ভিক্ষুকের এ লজ্জা-বৃত্তি,
বিনাশ জাতির দারুণ এ লাজ, দাও তেজ দাও মুক্তি-গৌরব।
দুর্জ্জয় মহা আহ্বান তব, বাজাও !

খুন দাও নিশ্চল এ হস্তে
শক্তি-যজ্ঞ দাও নিরন্ত্রে ;
শীর্ষ তুলিয়া বিশ্বে মোদেরও দাঁড়াবার পুনঃ দাও গৌরব—
দুর্জ্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও !

ঘুচাতে ভীরুর নীচতা দৈন্য
প্রেয় যে তোমার ন্যায়ের সৈন্য
শৃঙ্খলিতের টুটা'তে বাঁধন আন আঘাত প্রচণ্ড আহব।
দুর্জ্জয় মহা আহ্বান তব, বাজাও !

নির্ব্বীর্য্য এ তেজঃ-সূর্য্যে
দীপ্ত করহে বহ্নি-বীর্য্যে
শৌর্য্য, ধৈর্য্য মহাপ্রাণ দাও, দাও স্বাধীনতা সত্য বিভব !
দুর্জ্জয় মহা আহ্বান তব, বাজাও !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

অভয়-মন্ত্র

(গান)

কোরাস্ঃ—
বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয় !
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয় !
বল্, হউক গান্ধী বন্দী, মোদের সত্য বন্দী নয় !
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, পুরুষোত্তম জয় !

তুই নির্ভর কর্ আপনার পর,
আপন পতাকা কাঁধে তুলে ধর্,
ওরে যে যায় যাক্ সে, তুই শুধু বল্ 'আমার হয়নি লয়' !
বল্, 'আমি আছি', আমি পুরুষোত্তম, আমি চির-দুর্জ্জয় !
বল্, 'নাহি ভয় নাহি ভয়,
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয় ! ইত্যাদি

তুই চেয়ে-দেখ্ ভাই আপনার মাঝে,
সেথা জাগ্রত ভগবান্ রাজে,
নিজ বিধাতারে মান্ আকাশ গলিয়া ঝরিবে রে বরাভয় !
তোর বিধাতার ধাতা বিধাতা, বিধাতা কারা-রুদ্ধ কি হয় ?
বল্ নাহি ভয় নাহি ভয় !
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয় ! ইত্যাদি

আজ বক্ষের তোর ক্ষীরোদ সাগরে
অচেতন নারায়ণ ঘুম-ঘোরে
শুধু লক্ষ্মীর ভোগ লক্ষ্য তাঁহার নয় কিছুতেই নয় !
তোর অচেতন চিতে জাগা রে চেতনা নারায়ণ চিন্ময় !
বল্ নাহি ভয় নাহি ভয় !
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয় ইত্যাদি

ঐ নির্য্যাতকের বন্দী-কারায়
সত্য কি কভু শক্তি হারায় ?
ক্ষীণ দুর্ব্বল বলে' খণ্ড 'আমি'র হয় যদি পরাজয়,
ওরে অখণ্ড আমি চির-মুক্ত সে, অবিনাশী অক্ষয় !
বল্ নাহি ভয় নাহি ভয়
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয় ! ইত্যাদি

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ওরে সত্য যে চির স্বয়ম্ প্রকাশ,
রোধিবে কি তারে কারাগার কাঁস ?
ঐ অত্যাচারীর সত্য পীড়ন ? আছে তার আছে ক্ষয়
সেই সত্য মোদের ভাগ্য-বিধাতা, যাঁর হাতে শুধু রয়
বল্ নাহি ভয়, নাহি ভয়,
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয় ! ইত্যাদি

যে গেল সে নিজেরে নিঃশেষ করি'
তোদের পাত্র দিয়া গেল ভরি' !
ঐ বন্ধ মৃত্যু পারেনিক তাঁরে পারেনি করিতে লয় !
তাই আমাদের মাঝে নিজেরে বিলায়ে সে আজি শান্তি-ময়
বল্ নাহি ভয়, নাহি ভয়,
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয় ! ইত্যাদি

ওরে রুদ্র তখনি ক্ষুদ্রেরে গ্রাসে
আগেই যবে সে ম'রে থাকে ত্রাসে,
ওরে আপনার মাঝে বিধাতা জাগিলে বিশ্বে সে নির্ভয় !
ঐ শূদ্র-কারায় কভু কি ভয়াল ভৈরব বাঁধা রয় ?
বল্ নাহি ভয়, নাহি ভয় !
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয় ! ইত্যাদি

ঐ টু'টে-ফে'টে-পড়া লোহার শিকল,
ভগবানে বেঁধে করিবে বিকল ?
ঐ কারা ঐ বেড়ী কভু কি বিপুল বিধাতার ভার সয় ?
ওরে যে হয় বন্দী হ'তে সে, শক্তি আত্মার আছে ক্ষয় !
বল্ নাহি ভয়, নাহি ভয়,
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয় ! ইত্যাদি

ওরে আত্ম-অবিশ্বাসী, ভয় ভীত !
কেন হেন ঘন অবসাদ চিত ?
বল্ পর বিশ্বাসে পর-সুখপানে চেয়ে কি স্বাধীন হয় ?
তুই আত্মাকে চিন্, বল্ "আমি আছি" সত্য আমার জয় !
বল্ নাহি ভয় নাহি ভয়,
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয় !
বল্ হউক গাব্দি বন্দী, মোদের সত্য বন্দী নয় !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আত্মশক্তি

(গান)

এস বিদ্রোহী মিথ্যা-সূদন আত্মশক্তি-বুক্ষ বীর !
আনো উলঙ্গ সত্য-কৃপাণ, বিজলী-ঝলক ন্যায়-অসির !

তুরীয়ানন্দে ঘোষ সে আজ
"আমি আছি"-বাণী বিশ্ব-মাঝ,
পুরুষ-রাজ !
সেই স্বরাজ !
জাগ্রত কর নারায়ণ-নর নিদ্রিত বুকে মর-বাসীর ;
আত্ম-ভীতু এ অচেতন-চিতে জাগো "আমি"-স্বামী নাঙ্গা-শির !

এস প্রবুদ্ধ, এস মহান্
শিশু-ভগবান্ জ্যোতিষ্মান্ !
আত্মজ্ঞান-
দৃপ্ত-প্রাণ !
জানাও জানাও, ক্ষুদ্রেরও মাঝে রাজিছে রুদ্র তেজ রবির !
উদয়-তোরণে উড়ুক আত্ম-চেতন-কেতন "আমি-আছি"র !

করহ শক্তি-সুপ্ত-মন
রুদ্র বেদনে উদ্বোধন,
হীন রোদন-
ক্ষিন্ন-জন
দেখুক আত্ম সবিতার তেজ বক্ষে বিপুলা ক্রন্দসীর !
বল-নাস্তিক হউক আপন মহিমা নেহারি' শুদ্ধ ধীর !

কে করে কাহারে নির্য্যাতন
আত্ম-চেতন স্থির যখন ?
ঈর্ষ্যা-রণ
ভীম-মাতন

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

পদাঘাত হানে পঞ্জরে শুধু আত্ম-বল-অবিশ্বাসীর,
মহাপাপী সেই, সত্য যাহার পর-পদানত আনত শির

জাগাও আদিম স্বাধীন প্রাণ,
আত্মা জাগিলে বিধাতা চান।
কে ভগবান ?—
আত্ম-জ্ঞান !
গাহ উদ্‌গাতা ঋত্বিক্, গান অগ্নি-মন্ত্র শক্তি-শ্রীর।
না জাগিলে প্রাণে সত্য চেতনা মানিনা আদেশ কারো বাণীর !
এস বিদ্রোহী তরুণ তাপস আত্মশক্তি-বুদ্ধ ধীর,
আনো উলঙ্গ সত্য-কৃপাণ, বিজলী ঝলক ন্যায়-অসির।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মরণ-বরণ

(গান)

এস এস এস ওগো মরণ !
এই মরণ-ভীতু মানুষ-মেষের ভয় করগো হরণ ॥
না বেরিয়েই পথে যারা পথের ভয়ে-ঘরে
বন্ধ-করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাদের বুকের' পরে
তীম রুদ্রতালে নাচুক তোমার তাণ্ডব-ভরা চরণ ॥

দীপক রাগে বাজাও জীবন-বাঁশী,
মড়ার মুখেও আগুন উঠুক হাসি' !
কাঁধে পিঠে কাঁদে যথা শিকল জুতোর ছাপ
নাই সেখানে মানুষ সেথা বাঁচাও মহাপাপ !
সে দেশের বুকে শ্মশান মশান জ্বালুক তোমার শাপ,
সেথা জাগুক নবীন সৃষ্টি আবার হোক নব নাম-করণ ॥

হাতের তোমার দণ্ড উঠুক কেঁপে
এবার দাসের ভুবন ভবন ব্যেপে',—
মেষগুলোকে শেষ ক'রে দেশ-চিত্তার বুকে নাচো ।
শব করে আজ শয়ন, হে শিব, জানাও তুমি আছ ।
মরার-ভরা ধরায়, মরণ ! তুমিই শুধু বাঁচো—
এই শেষের মাঝেই অশেষ তুমি, করছি তোমায় বরণ ॥

জ্ঞান-বুড়ো ঐ বল্‌ছে জীবন মায়া,
নাশ কর ঐ ভীরুর কায়া ছায়া !
মুক্তি দাতা মরণ ! এসো কাল-বোশেখীর বেশে,
মরার আগেই মর্‌লো যারা নাও তাদেরে এসে,
জীবন তুমি সৃষ্টি তুমি জরা মরার দেশে,
তাই শিকল-বিকল মাগ্‌ছে তোমার মরণ-হরণ শরণ ॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বন্দী-বন্দনা

গান

আজি রক্ত-নিশি-ভোরে
একি এ শুনি ওরে
মুক্তি-কোলাহল বন্দী-শৃঙ্খলে,
ঐ কাহারা কারাবাসে
মুক্তি-হাসি হাসে,
টুটেছে ভয়-বাধা স্বাধীন হিয়া-তলে ॥

ললাটে লাঞ্ছনা-রক্ত-চন্দন,
বক্ষে গুরু শিলা, হস্তে বন্ধন,
নয়নে ভাস্বর সহ্য জ্যোতি-শিখা,
স্বাধীন দেশ বাণী কণ্ঠে ঘন বোলে,
সে ধ্বনি ওঠে রণি' ত্রিংশ কোটী ঐ
মানব-কল্লোলে ॥

ওরা ডুপায়ে দ'লে গেল মরণ-শঙ্কারে
সবারে ডেকে গেল শিকল-ঝঙ্কারে,
বাজিল নভ-তলে স্বাধীন ডঙ্কা রে,
বিজয়-সঙ্গীত বন্দী গেয়ে চলে,
বন্দীশালা মাঝে ঝঞ্ঝা পশেছে রে
উতল কলরোলে ॥

আজি কারার সারা দেহে মুক্তি-ক্রন্দন,
ধ্বনিছে হাহা স্বরে ছিঁড়িতে বন্ধন,
নিখিল গেহ যথা বন্দী-কারা, সেথা
কেন রে কারাত্রাসে মরিবে বীর-দলে।
'জয় হে বন্ধন' গাহিল তাই তারা
মুক্ত নভ-তলে ॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আজি ধ্বনিছে দিগ্বধূ শঙ্খ দিকে দিকে,
গগনে কা'রা যেন চাহিয়া অনিমিখে,
ধূ ধূ ধূ হোম-শিখা জ্বলিল ভারতে রে,
ললাটে জয়টীকা, প্রসূন-হার-গলে
চলে রে বীর চলে ;
সে নহে নহে কারা, যেখানে ভৈরব-
রুদ্র-শিখা জ্বলে ॥

কোরাস্ :—

জয় হে বন্ধন মৃত্যু-ভয়-হর ! মুক্তি-কামী জয় !
স্বাধীন-চিত্ত জয় ! জয় হে ॥
জয় হে ! জয় হে ! জয় হে !

———

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বন্দনা-গান

(গান)

কোরাস্ (শিকলে যাদের উঠেছে ঝলিয়া বীরের মুক্তি-তরবারী
(আমরা তাদেরি ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তারি ॥

তাদেরি উষ্ণ শোণিত বহিছে আমাদেরও এই শিরা-মাঝে,
তাদেরি সত্য-জয় ঢাক আজি মোদেরি কণ্ঠে ঘন বাজে,
সম্মান নহে তাহাদের তরে ক্রন্দন-রোল দীর্ঘশ্বাস,
তাহাদেরি পথে চলিয়া মোরাও বরিব তাই ঐ বন্দী-বাস ॥
শিকলে যাদের ইত্যাদি...

মুক্ত বিশ্বকে কার অধীন ? স্বাধীন সবাই আমরা ভাই ।
ভাঙিতে নিখিল অধীনতা-পাশ মেলে যদি ডাকা, বরিব তাই ।
জাগেন সত্য ভগবান যে যে আমাদেরি এই বক্ষ-মাঝ,
আল্লার গলে যে দেবে শিকল, দেখে নেবো মোরা তাহারই আজ ॥
শিকলে যাদের ইত্যাদি...

কাঁদিব না মোরা, যাও কারা-মাঝে যাও তবে বীর-সত্য হে,
ঐ শৃঙ্খলই বরিবে মোদের ত্রিশ কোটি ভ্রাতৃ-অক্ষ হে !
মুক্তির লাগি যিলনের লাগি আহুতি যাহারা দিয়াছে প্রাণ
হিন্দু-মুসলিম্ চলেছি আমরা গাহিয়া তাদেরই বিজয়-গান ॥
শিকলে যাদের ইত্যাদি...

মুক্তি-সেবকের গান

(গান)

ও ভাই মুক্তি-সেবক দল !
তোদের কোন্ ভায়ের আজ বিদায়-ব্যথায় নয়ান ছল-ছল ?

ঐ কারা-ঘর তো নয় হারা-ঘর,
হোথাই মেলে মা'র-দেওয়া বর রে !
ওরে হোথাই মেলে বন্দিনী মা'র বুক-জুড়ানো কোল !
তবে কিসের বোদন-রোল ?
তোরা মোছ্ রে আঁখির জল !
ও ভাই মুক্তি-সেবক দল !

আজ কারায় যারা, তাদের তরে
পৌরুষে বুক উঠুক ভ'রে যে !
মোরা ওদের মতই বেদনা ব্যথা মৃত্যু আঘাত হে'সে
বরণ যেন কর্‌তে পারি মা'কে ভালবেসে ।
ওরে স্বাধীনকে কে বাঁধ্‌তে পারে বল্ ?
ও ভাই মুক্তি-সেবক দল !

ও ভাই প্রাণে যদি সত্য থাকে তোর,
মর্‌বে নিজেই মিথ্যা, ভীরু চোর ।
মোরা কাঁদ্‌ব না আজ যতই ব্যথায়-পিষুক কল্‌জে-তল !
মুক্তকে কি রুখ্‌তে পারে অসুর পশুর দল ?
মোরা কাঁদ্‌ব যেদিন আস্‌বে তারা আয়রে-ফিরে রে
কাঙালিনী মায়ের আমার এই আঙিনা-তল ।
ও ভাই মুক্তি-সেবক দল ॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

শিকল-পরার গান

এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল।
এই শিকল প'রেই শিকল তোদের করব রে বিকল॥

তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয়।
এই বাঁধন প'রেই বাঁধন-ভয়কে করবো মোরা জয়,
এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল॥

তোমার বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে করছ বিশ্ব গ্রাস
আর ত্রাস দেখিয়েই করবে ভাবছো বিধির শক্তি হ্রাস।
সেই ভয়-দেখানো ভূতের মোরা করব সর্বনাশ,
এবার আনবো মাভৈঃ-বিজয়-মন্ত্র বল-হীনের বল॥

তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
সেই জয়ের টুঁটিই ধরব টিপে করব তারে লয়,
মোরা আপনি ম'রে মরার দেশে আনব বরাভয়,
মোরা ফাঁসি প'রে আনব হাসি মৃত্যু-জয়ের ফল॥

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল-ঝঞ্ঝনা
এযে মুক্তি-পথের অগ্র-দূতের চরণ-বন্দনা!
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানুছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই বলবে দেশে আবার বজ্রানল॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মুক্ত-বন্দী *

(গান)

বন্দি তোমায়-ক্ষন্দি-কারার গণ্ডী-মুক্ত বন্দী-বীর,
লভিলে আজি ভয়-দানবের ছয়-বছরের জয়-প্রাচীর।
বন্দি তোমায় বন্দী-বীর!
জয় জয়ন্তু বন্দী-বীর!!

অগ্রে তোমার নিনাদে শঙ্খ, পশ্চাতে কাঁদে ছয়-বছর,
অম্বরে শোনো ডম্বরু বাজে—"অগ্রসর হও, অগ্রসর!"
কারাগার ভেদি' নিঃশ্বাস ওঠে বন্দিনী কোন্ ক্রন্দসীর,
ডান-আঁখে আজ ঝলকে অগ্নি, বাম-আঁখে ঝরে অশ্রু-নীর!
বন্দি তোমায় ক্ষন্দি-কারার গণ্ডী-মুক্ত বন্দী-বীর,
লভিলে আজি ভয়-দানবের ছয়-বছরের জয়-প্রাচীর।
বন্দি তোমায় বন্দী-বীর!
জয় জয়ন্তু বন্দী-বীর!!

পথ-তরু-ছায় ডাকে 'আয় আয়' তব জননীর আর্ত্ত স্বর,
এ আগুন-ঘরে কাঁপিয়া 'সপ্তদশ সে বৈশ্বানর',
আগমনী তব রণ-দুন্দুভি হে বিজয়-ভৈরবীর,
জয় অবিনাশী ঊর্দ্ধা-পা। সৈনিক উচ্চ-শির!
বন্দি তোমায় ক্ষন্দি-ক....গণ্ডী-মুক্ত বন্দী-বীর,
লভিলে আজি ভয় দানবের ছয়-বছরের জয়-প্রাচীর!
বন্দি তোমায় বন্দী-বীর!
জয় জয়ন্তু বন্দী-বীর!!

---

* জনৈক অগ্নি সৈনিকের ছয় বছর কারা-ভোগের পর মুক্তি উপলক্ষে অভিনন্দন-গীত

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

রুদ্ধ-প্রতাপ হে যুদ্ধ-বীর, আজি প্রবুদ্ধ নব বলে।
ভুলোনা বন্ধু, দলেছ দানব যুগে যুগে তব পদ-তলে!
এ নহে বিদায় পুনঃ হবে দেখা অমর সমর-সিন্ধু-তীর,
এস বীর এস ললাটে এঁকে দি' অশ্রু-তপ্ত লাল রুধির!
বন্দি তোমায় ক্রন্দি কারার গণ্ডী-মুক্ত বন্দী-বীর,
লক্ষ্মীরে আজি ভয়-দানবের ছয়-বছরের জয় প্রাচীর।
বন্দি তোমায় বন্দী-বীর!
জয় জয়ন্ত বন্দী-বীর!!

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

যুগান্তরের গান

(গান)

বল ভাই মাতৈঃ মাতৈঃ,
নবযুগ ঐ এলো ঐ
এলো ঐ রক্ত-যুগান্তর রে।

বল জয় সত্যের জয়
আসে ভৈরব-বরাভয়
শোন্ অভয় ঐ রথ-ঘর্ঘর রে॥

রে বধির! শোন্ পেতে কান
ওঠে ঐ কোন্ মহা-গান
হাঁকছে বিষাণ ডাকছে ভগবান রে।

জগতে জাগ্‌ল সাড়া
জেগে ওঠ্ উঠে দাঁড়া
ভাঙ্ পাহারা মারার কারা-ঘর রে।

যা আছে যাক না চুলায়
নেমে পড় পথের ধুলায়
নিশান দুলায় ঐ প্রলয়ের ঝড় রে॥

সে ঝড়ের ঝাপ্‌টা লেগে
তীব্র আবেগে উঠ্‌ন্থ জেগে
পাষাণ ভেদে প্রাণ-ঝরা নির্ঝর রে!

ভুলেছি পর ও আপন
ভিড়েছি ঘরের বাঁধন
স্বদেশ স্বজন স্বদেশ মোদের ঘর রে।

যারা ভাই বন্ধ কুয়ায়
খেয়ে মা'র জীবন গোঁয়ায়
তাদের শোনাই প্রাণ-জাগা মন্তর রে॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ঝড়ের ঝাঁটার ঝাণ্ডা নেড়ে
মাতৈঃ-বাণীর ডঙ্কা মেরে
শঙ্কা ছেড়ে হাঁক্ প্রলয়ঙ্কর রে।
তোদের ঐ চরণ-চাপে
যেন ভাই মরণ কাঁপে,
মিথ্যা পাপের কণ্ঠ চেপে ধর্ রে।
শোনা তোর বুক-ভরা গান,
জাগা কের দেশ-জোড়া প্রাণ,
দে বলিদান প্রাণ ও আকাশ রে॥

—:—

মোরা ভাই বাউল চারণ
মানি না শাসন বারণ
জীবণ মরণ মোদের অনুচর রে।
দেখে ঐ ভয়ের ফাঁসি
হাসি মোর অয়ের হাসি,
অ-বিনাশী নায়ক মোদের ডর রে।
গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই,
মরা-প্রাণ উঠ্‌কে দেখাই
ছাই-চাপা ভাই অগ্নি ভয়ঙ্কর রে॥

—০—

খুঁড়্‌ব কবর তুড়্‌ব শ্মশান
মড়ার হাড়ে নাচাব প্রাণ
আমার বিধান মিলায় কালের বর রে।
শুধু এই ভরসা রাখিস্
মরিস্‌নি ভিখ্মি গেছিস্
ঐ শুনেছিস ভারত-বিধির স্বর রে।
ধর্ হাত ওঠ্ রে আবার
দুর্যোগের রাত্রি কাবার,
ঐ হাসে মা'র মূর্ত্তি মনোহর রে॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

চরকার গান

ঘোর—

ঘোর্-রে ঘোর ঘোর্ রে আমার সাধের চরকা ঘোর্
ঐ স্বরাজ-রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর

(১)

তোর ঘোরার শব্দে তাই
সদাই শুনতে যেন পাই
ঐ খুলল স্বরাজ-সিংহ-দুয়ার, আর বিলম্ব নাই।
ঘু'রে আসল ভারত-ভাগ্য-রবি, কাটল দুখের রাত্রি ঘোর ॥

(২)

ঘর ঘর তুই ঘোর রে তোরা
ঘর্ঘর্ঘর্ ঘূর্ণীতে তোর
ঘুচুক ঘুমের ঘোর
তুই ঘোর্ ঘোর্-ঘোর্।
তোর সুর-চাকাতে বল-দর্পীর তোপ কামানের টুটুক জোর ॥

(৩)

তুই ভারত-বিধির দান,
এই কাঙাল দেশের প্রাণ,
আবার ঘরের লক্ষ্মী আসবে ঘরে শুনে তোর ঐ গান।
আর লুটতে নারবে বিশ্ব-ডাকাত বৎসরে পঁয়ষট্টি ক্রোর ॥

(৪)

হিন্দু-মুসলিম দুই সোদর,
তাদের মিলন-সূত্র-ডোর রে
রচ্‌লি চক্রে তোর,
তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্।
আমার তোর মহিমায় বুঝ্‌ল দু ভাই মধুর কেমন মায়ের ক্রোড়

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(৫)

ভারত বস্ত্র-হীন যখন
কেঁদে ডাকুল—নারায়ণ !
তুমি লজ্জা-হারী করলে এসে লজ্জা নিবারণ,
তাই দেশ-দ্রৌপদীর বস্ত্র হরতে পারলনা দুঃশাসন-চোর ।

(৬)

এই সুদর্শন-চক্রে তোর
অত্যাচারীর টুটল ঘোর রে ছুট্‌ল সব ঘুমোর,
তুই ঘোর ঘোর-ঘোর ।
তুই ঘোর জুলুমের দশম গ্রহ, বিষ্ণু-চক্র ভীম কঠোর ।

(৭)

হয়ে অন্ন বস্ত্র হীন
আর ধর্ম্মে কর্ম্মে ক্ষীণ
দেশ ডুব্‌ছিল ঘোর পাপের ভারে যখন দিনকে দিন,
তখন আন্‌লে অন্ন পুণ্য-সুধা, খুল্‌লে স্বর্গ মুক্তি-ঘোর ।

(৮)

শাস্‌তে জুলুম নাশ্‌তে ঘোর
খদ্দর-বাস বর্ম্ম তোর রে অস্ত্র সত্য-তোর,
তুই ঘোর ঘোর ঘোর !
ঘোরা ঘুমিয়ে ছিলাম, জাগে দেখি চল্‌ছে চরকা, রাত্রি তোর ॥

(৯)

তুই সাত রাজারই ধন,
দেশ- মায়ের পরশ-রতন,
তোর স্পর্শে মেলে স্বর্গ অর্থ কাম্য মোক্ষ ধন ।
তুই মায়ের আশীষ, মাথার মাণিক, চোখ ছেপে বয় অশ্রু-লোর ॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

জাতের বজ্জাতি

(গান)

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেল্‌ছে জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে ? জাত ছেলের হাতের নয় ত মোয়া ॥

হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাব্‌লি এতেই জাতির জান,
তাইত বেকুব, কর্‌লি তোরা এক জাতিকে এক শ খর্নি !
এখন দেখিস্ ভারত-জোড়া
প'চে আছিস্ বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া ॥

জানিস না কি ধর্ম্ম সে যে বর্ম্ম সম সহন শীল,
তাকে কি তাই ভাঙতে পারে ছোঁওয়া-ছুঁয়ির ছোট্ট ঢিল।
যে জাত-ধর্ম্ম চুন্‌কো এত,
আজ নয় কাল ভাঙ্‌বে সে ত,
যাক্ না সে জাত জাহান্নমে, রইবে মানুষ, নাই পরোয়া ॥

দিন-কাণা সব দেখতে পাস্‌নে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে,
কেমন ক'রে পিষছে তোদের পিশাচ জাতের জাঁতা কলে।
(তোরা) জাতের চাপে মারলি জাতি,
সূর্য্য ডাকি নিলি বাতি,
(তোদের) জাত-ভগীরথ এনেছে জল জাত-বিজাতের জুতো ধোওয়া ॥

মনু ঋষি অণুসমান বিপুল বিশ্বে যে বিধির,
বুঝ্‌লিনা সেই বিধির বিধি, মনুর পায়েই নোয়াস্ শির।
ওরে মূর্খ ওরে জড়,
শাস্ত্র চেয়ে সত্য বড়,
(তোরা) চিন্‌লিনে তা চিনির বলদ, সার হ'ল তাই শাস্ত্র বওয়া ॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

জাতের বজ্জাতি

সকল জাতই সৃষ্টি যে তাঁর, এ বিশ্ব-মায়ের বিশ্ব-ঘর,
মায়ের ছেলে সবাই সমান, তাঁর কাছে নাই আত্ম পর।
(তোরা) সৃষ্টিকে তাঁর ঘৃণা ক'রে
স্রষ্টার পৃষ্ঠিস্ জীবন ভ'রে,
ভস্মে ঘৃত ঢালা সে যে বাছুর মেরে গাভী দোওয়া॥

বল্‌তে পারিস্ বিশ্ব পিতা ভগবানের কোন্ সে জাত?
কোন্ ছেলের তাঁর লাগ্‌লে ছোঁওয়া অশুচি হন জগন্নাথ?
নারায়ণের জাত যদি নাই
তোদের কেন জাতের বালাই?
(তোরা) ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মা'র মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া॥

ভগবানের ফৌজদারী-কোর্ট নাই সেখানে জাত-বিচার,
(তোর) পৈতে টিকী টুপী টোপর সব সেথা ভাই একাকার!
জাত সে শিকেয় তোলা রবে,
কর্ম্ম নিয়ে বিচার হবে,
(তা'পর) বামুন চাঁড়াল এক গোয়ালে, নরক কিম্বা স্বর্গে যোওয়া॥

(এই) আচার বিচার বড় ক'রে প্রাণ-দেবতায় ক্ষুণ্ণ ভাবা,
(বাবা) এই পাপেই আজ উঠ্‌তে বস্‌তে সিঙ্গী-মামার খাচ্ছ থাবা।
(তাই) নাইক অন্ন, নাইক বস্ত্র,
নাই সম্মান নাইক অস্ত্র,
(এই) জাত-জুয়াড়ীর ভাগ্যে আছে আরো অশেষ দুঃখ সওয়া॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সত্য-মন্ত্র

(গান)

পুঁথির বিধান বাক্‌ পুড়ে তোর,
বিধির বিধান সত্য হোক !
বিধির বিধান সত্য হোক !
(এই) খোদার উপর খোদ্‌কারী তোর
মানবে না আর সর্ব্বলোক
মানবে না আর সর্ব্বলোক !!

(তোর) ঘরের প্রদীপ নিবেই যদি,
নিবুক না রে, কিসের ভয় ?
আঁধারকে তোর কিসের ভয় ?
(ঐ) ভুবন জুড়ে জ্বলছে আলো
ভবনটাই সে সত্য নয়
ঘরটাই তোর সত্য নয় ।
(ঐ) বাইরে জ্বল্‌ছে চন্দ্র সূর্য্য
নিত্য-কালের তাঁর আলোক ।
বিধির বিধান সত্য হোক !
বিধির বিধান সত্য হোক !

লোক-সমাজের শাসক রাজা,
(আর) রাজার শাসক মালিক যেই,
বিরাট যাঁহার সৃষ্টি এই,
তাঁর শাসনকে অগ্রে মান
তার বড় আর শাস্ত্র নেই,
তার বড় আর সত্য নেই !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সেই খোদা খোদ্ সহায় তোর,
তবে কি ? নিখিল মন্দ ক'র্ ॥
বিধির বিধান সত্য হোক !
বিধির বিধান সত্য হোক ॥

বিধির বিধি মান্‌তে গিয়ে
নিষেধ যদি দেয় আগল
বিশ্ব যদি কয় পাগল,
যাচেন সত্য মাথার 'পর,—
বে-পর্‌ওয়া ছুই সত্য বল্ ।
বুক ঠুকে তুই সত্য বল্ !
(তখন) তোর পথেরই মশাল হ'য়ে
জ্বল্‌বে বিধির রুদ্র-চোখ !
বিধির বিধান সত্য হোক !
বিধির বিধান সত্য হোক ॥

মনুর শাস্ত্র রাজার অস্ত্র
আজ আছে কা'ল নাইক আশ,
কা'ল তারে কাল করবে গ্রাস ।
হাতের খেলা সৃষ্টি যাঁর
তাঁর শুধু তাই নাই বিনাশ,
স্রষ্টার সেই নাই বিনাশ !
সেই বিধাতার মাথায় ক'রে
বিপুল গর্ব্বে বক্ষ ঠোক্ !
বিধির বিধান সত্য হোক !
বিধির বিধান সত্য হোক !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সত্যেতে নাই ধ্যানাই পানাই.
সত্য যাহা সহজ তাই,
সত্য যাহা সহজ তাই;
আপ্‌নি তাতে বিশ্বাস আসে,
আপনি তাতে শক্তি পাই,
সত্যেতে জোর জুলুম নাই
সেই সে মহান্ সত্যকে মান্—
রইবে না আর দুঃখ শোক
বিধির বিধান সত্য হোক !
বিধির বিধান সত্য হোক !!

নানান্ মুনির নানান মত্ যে,
মান্‌বি বল্ সে কার শাসন ?
কয় জনার বা রাখ্‌বি মন ?
এক সমাজকে মান্‌লে
কর্‌বে আরেক সমাজ নির্ব্বাসন,
চারদিকে শৃঙ্খল বাঁধন !
সকল পথের লক্ষ্য যিনি
চোখ পূরে নে তাঁর আলোক ।
বিধির বিধান সত্য হোক !
বিধির বিধান সত্য হোক !!

সত্য যদি হয় ধ্রুব তোর,
কর্ম্মে যদি না রয় ছল,
ধর্ম্ম-যুদ্ধে নাই রয় ভয়,
সত্যের জয় হবেই হবে.
আজ নয় কা'ল মিলবে ফল
আজ নয় কাল মিলবে ফল

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(আর) প্রাণের ভিতর পাপ যদি রয়,
চুষে রক্ত দিবা-লোক :
বিধির বিধান সত্য হোক
বিধির বিধান সত্য হোক ॥

জাতের চেয়ে মানুষ সত্য
অধিক সত্য প্রাণের টান,
প্রাণ-ঘরে সব এক সমান ।
বিশ্ব-পিতার সিংহ-আসন
প্রাণ-বেদীতেই অধিষ্ঠান,
আত্মার আসন তাইত প্রাণ :
ভাই-সমাজের নাই সেথা ঠাঁই,
ভগবানের সাম্য-লোক !
ভগবানের তীর্থ-লোক !
বিধির বিধান সত্য হোক !
বিধির বিধান সত্য হোক !!

চ'লে ছিলেন খ্রীষ্ট বুদ্ধ
কৃষ্ণ মোহম্মদ ও রাম—
মানুষ কী আর কী তার দাম !
(তাই) মানুষ যাদের কর্‌ত ঘৃণা,
তাদের বুকে দিলেন্ স্থান,
গান্ধী আবার গান সে গান ।
(তোরা) মানব শত্রু, তোদেরই হায়
ফুটুল না সেই জ্ঞানের চোখ ।
বিধির বিধান সত্য হোক !
বিধির বিধান সত্য হোক !!

বিজয়-গান

(গান)

ঐ অভ্র-ভেদী তোমার ধ্বজা ..
উড়্‌লো আকাশ-পথে।
মাগো, তোমার রথ-আনা ঐ
রক্ত-সেনার রথে ॥

ললাট-ভরা জয়ের টীকা,
অঙ্গে নাচে অগ্নি-শিখা,
রক্তে জ্বলে বহ্নি-লিখা—মা !
ঐ বাজে তোর বিজয়-ভেরী,
নাই দেরী আর নাই মা দেরী,
মুক্ত তোমার হ'তে ॥

আনো তোমার বরণ-ডালা, আনো তোমার শঙ্খ, নারী।
ঐ আসে মা'র মুক্তি-সেনা, বিজয়-বাজা উঠ্‌ছে তারি।

ওরে ভীরু ! ওরে মরা !
মরার ভয়ে বাস্‌নি তোরা—
তোদেরেও আজ ডাক্‌ছি মোরা ভাই !
ঐ খোলে রে মুক্তি-তোরণ,
আজ একাকার জীবন মরণ
মুক্ত এ ভারতে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

পাগল পথিক

(গান)

এ কোন পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মা'র আঙ্গিনায়।
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায়॥

অধীন দেশের বাঁধন-বেদন
কে এলো রে ক'রতে ছেদন ?
শিকল-দেবীর বেদীর বুকে মুক্তি-শঙ্খ কে বাজায়॥

মরা মায়ের লাশ কাঁধে ঐ অভিমানী তা'রে তা'রে
বুক-ভরা আজ কাঁদন কেঁদে আবুল মরণ-পারের মায়ে।
পণ ক'রেছে এবার সবাই,
পর-দ্বারে আর যাব না ভাই !
মুক্তি সে ত নিজের প্রাণে, নাই ভিখারীর প্রার্থনায়॥

শাশ্বত যে সত্য তারি ভুবন ভ'রে বাজ্‌লো ভেরী,
অসত্য আজ নিজের বিষেই ম'রলো ও তার নাইকো দেরী।

হিংস্রকে নয়, মানুষ হ'য়ে
আয় রে, সময় যায় যে ব'য়ে !
মরার মতন ম'রতে ওরে মরণ ভীতু ! ক' জন পায়॥

ইস্রাফিলের শিঙ্গা বাজে আজকে ঈশান-বিষাণ সাথে,
প্রলয়-রাগে নয় রে এবার ভৈরবীতে দেশ জাগাতে।

পণের বাধা স্নেহের মায়ায়
পায় দ'লে আয় পায় দ'লে আয় !
রোদন কিসের ?—আজ যে বোধন !
বাজিয়ে বিষাণ উড়িয়ে নিশান আয় রে আয়॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ভূত-ভাগানোর গান

[ব্যঙ্গ গান]

(১)

ওরে ত্রৈ ত্রৈত্রিশ কোটী দেব্‌তাকে তোর ত্রৈত্রিশ কোটী ভূতে
আজ নাচ্‌ কুত্‌টি নাচার বাবা উঠ্‌তে বস্‌তে শু'তে।

ও ভূত যেই দেখেছে মন্দিরে তোর
নাই দেবতা নাচ্‌ছে ইতর,
আর মন্ত্র শুধু দন্ত-বিকাশ, অমনি ভূতের পুতে
তোর ভগবানকে ভূত বানালে ঘানি চক্রে জু'তে ॥

(২)

ও ভূত যেই জেনেছে তোদের ওঝা
আজ নকলের বইছে বোঝা,
ওরে অমনি সোজা তোদের কাঁধে খুঁটো তাদের পুঁতে
আজ ভূত-ভাগানোর মজা দেখায় বোম্‌-ভোলা বম্বুতে!

(৩)

ও ভূত সর্ষে-পড়া অনেক ঘুনো
দে'খে শু'নে হ'ল ঘুনো,
তাই তুলোধুনো করছে ততই যতই মরিস কুঁথে,
ও ভূত নাচ্‌ছে রে তোর নাকের ডগায় পারিস্‌নে তুই ছুঁতে!

(৪)

আগে বোঝেনিক তোদের ওঝা
তোরা গোঁজামিলের মন্ত্র-ভজা,
(শিখলি শুধু চক্ষু-বোঁজা)
শিখ্‌লি শুধু কাণার বোঝা কুঁজোর ঘাড়ে থুতে
তাই আপ্‌নাকে তুই হেলা করে' ডাকিস স্বর্গ-ভূতে ॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(৫)

ওরে জীবন-হারা, ভূতে-খাওয়া !
ভূতের হাতে মুক্তি পাওয়া
সে কি সোজা ?—ভূত কি তাদে মুলুকের মুঁতে ?
তোরা ফাঁকির কিস্তি এড়িয়ে—পড়বি কূল-হারা 'বিশ্বে'তে।

(৬)

ওরে ভূত তো ভূত—ঐ মায়ের চোটে
ভূতের বাবাও উঠে ছোটে !
ভূতের বাপ ঐ অটাকে মার, ভূত যাবে তোর ছুটে।
তখন ভূতে-পাওয়া এই দেশ-ই কের তরবে দেবতা ভূতে ॥

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

বিদ্রোহীর বাণী

(১)

মোহাই তোদের ! এবার তোরা সত্যি ক'রে সত্য বল্ !
ঢের দেখালি চাল্ চাল্ আর গুড়্ গুড়্, ঢের মিথ্যা ছল।
এবার তোরা সত্য বল্ ॥

পেটে এক আর মুখে আরেক—এই যে তোদের ভণ্ডামী,
এতেই তোরা লোক হাসালি, বিশ্ব চলি কম্-দামী।

নিজের কাছেও ক্ষুদ্র হ'লি আপন ফাঁকির আফ্‌সোসে,
বাইরে ফাঁকা পাঁইতারা তাই, নাই তলোয়ার খাপ কোষে।

তাই হলি সব সেরেফ আজ
কাপুরুষ আর কেরেব-বাজ,

সত্য কথা বল্‌তে ডরাস, তোরা আবার করবি কাজ !
ফোঁপ্‌রা ঢেঁকির নেইক লাজ।

ইল্‌শেগুঁড়ি বৃষ্টি দেখেই ঘর ছুটিস সব রাম-ছাগল।
যুক্তি তোদের খুব বুঝেছি, দুধকে দুধ আর জলকে জল !
এবার তোরা সত্য বল ॥

(২)

বুকের ভিতর ছ-পাই ন-পাই, মুখে বলিস্ স্বরাজ চাই,
স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্চে দরাজ ভাই !
"ভারত হবে ভারতবাসীর" এই কথাটাও বল্‌তে ভয়
সেই বুড়োদের বলিস্ নেতা—তাদের কথায় চল্‌তে হয় !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বল রে তোরা বল নবীন—
চাইনে এসব জ্ঞান-প্রবীণ !
স্ব-স্বরূপে দেশকে ক্লীব করছে এরা দিনকে দিন,
চায়না এরা—হই স্বাধীন !
কর্ত্তা হবার সখ সবারই, স্বরাজ করাজ ছল কেবল !
ফাঁকা প্রেমের ফুস্-মন্তর, মুখ সরল আর মন গরল !
এবার তোরা সত্য বল্ ।

(৩)

মহান-চেতা নেতার দলে তোদের না'র,
ওঁরা মোদের দেবতা সবাই কর্‌ব প্রণাম ওঁদের পা'র ।
জানিস্ ত ভাই শেষ বয়সে স্বতই সবার মরতে ভয়,
ঝড় তুফানে তাঁদের দিয়ে নয় তরী পার করতে নয় !
জোয়ানরা হা'ল ধর্‌বে তার
কর্‌বে তরী তুফান পার !
আল্লা বলে মাল্লা তরুণ ঐ তুফানে দাখ হাজার
প্রাণ দিয়ে ত্রাণ কর্‌বে মা'র !
সেদিন করিস্ এই নেতাদের ধ্বংস-শেষের সৃষ্টি কল ।
ভয় ভীরুতা থাকতে দেশের প্রেম ফলাবে ঘণ্টা ফল !
এবার তোরা সত্য বল্ ।

(৪)

ধর্ম্ম-কথা প্রেমের বাণী জানি মহান উচ্চ খুব,
কিন্তু সাপের দাঁত না ভেঙে মন্ত্র ঝাড়ে যে বেকুব !
"বাঘা সাহেব, হিংসে ছাড়, পড়বে এস বেদান্ত !"
কয় যদি ছাগ, লাফ দিয়ে বাঘ অম্নি হবে কৃতান্ত !
থাকতে বাঘের দন্ত নখ
বিফল ভাই ঐ প্রেম-সবক !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

চোখের জলে ডুব্‌লে গর্ব্ব শার্দ্দূলও হয় বেদ-পাঠক,
প্রেম মানে না খুন-খাদক।

ধর্ম্ম-গুরু ধর্ম্ম শোনাক্, পুরুষ হেলে বুঝে চল্!
সেও ত আচ্ছা, মদ্‌ব পিয়ে মৃত্যু-শোণিত-এল্‌কোহল্!
এবার তোরা সত্য বল্॥

(৫)

প্রেমিক ঠাকুর মন্দিরে যা'ন, গাড়ুন সেথায় আস্তানা!
শবে শিবায় শিব কেশবের—ভৈরবী—তাঁদের রাস্তা না!
মৃত্যের সামিল এখন ওঁরা পূজা ওঁদের জোর সে হোক,
ধর্ম্মগুরুর গোর সমাধি খুজে যেমন নিত্য লোক!

তরুণ চাহে যুদ্ধ-ভূম!
মুক্তি-সেনা চায় হুকুম!
চাই না 'নেতা' চাই 'জেনারেল', প্রাণ-মাতনের ছুটুক ধুম!
মানব-মেধের যজ্ঞ-ধূম।

প্রাণ-আঙুরের নিঙ্ড়ানো রস—সেই আমাদের শান্তি-জল।
সোনা মাণিক ভাইরা আমার! আয় যাবি কে তর্‌তে চল্!
এবার তোরা সত্য বল্॥

(৬)

যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামী ভাই ক'র্‌ব সেথাই বিদ্রোহ!
ধামা-ধরা! জামা-ধরা! মরণ-ভীতু! চুপ্ রহো!
আমরা জানি সোজা কথা, পূর্ণ স্বাধীন কর্‌ব দেশ।
এই চুলালুম বিজয়-নিশান, মর্‌তে আছি—মর্‌ব শেষ!
নরম গরম প'চে গেছে আমরা নবীন চরম দল!
ডুবেছি না ডুব্‌তে আছি, স্বর্গ কিম্বা পাতাল-তল!!

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

অভিশাপ

আমি বিধির বিধান ভাঙিয়াছি, আমি এমনি শক্তিমান
মম চরণের তলে মরণের মার খেয়ে মরে ভগবান !

আদি ও অন্ত হীন

আজ মনে পড়ে সেই দিন—
প্রথম যে দিন আপনার মাঝে আপনি জাগিনু আমি,
আর চীৎকার করি' কাঁদিয়া উঠিল তোদের জগৎ-স্বামী !
ভয়ে কালো হয়ে গেল আলো-মুখ তা'র ।
ফরিয়াদ করি' গুমরি' উঠিল মহা-হাহাকার—
ছিন্ন-কণ্ঠে আর্ত্ত-কণ্ঠে তোমাদের ঐ ভীরু বিধাতার—
আর্ত্তনাদের মহা-হাহাকার- -
যে, "বাঁচাও আমারে বাঁচাও হে মোর মহান্ বিপুল আমি !
হে মোর সৃষ্টি ! অভিশাপ মোর !
আজি হ'তে প্রভু তুমি হও মম স্বামী !"—
শুনি খল খল খল অট্ট হাসিনু, আজিও সে হাসি বাজে
ঐ অগ্ন্যুদ্গার-উল্লাসে আর নিদাঘ-দগ্ধ
বিনা-মেঘের ঐ শুষ্ক বজ্র-মাঝে ।

স্রষ্টার বুকে আমি সেই দিন প্রথম জাগানু ভীতি,—
সেই দিন হ'তে বাজিছে নিখিলে বাধা-ক্রন্দন গীতি !
জাপটি ধরিয়া বিধাতারে আজো পিশে মারি পলে পলে
এই কালশাপ আমি, লোকে ভুল ক'রে মোরে অভিশাপ বলে !

মুক্ত-পিঞ্জর

ভেদি দৈত্য-কারা
উঠিলাম পুনঃ আমি কারা-ত্রাস চির-মুক্ত বাধাবন্ধ-হারা

উদ্দামের জ্যোতি-মুখরিত মহা-গগন-অঙ্গনে,—
হেরিনু, অনন্ত লোক দাঁড়াল প্রণতি করি মুক্ত-বক্ষ আমার চরণে!

থেমে গেল ক্ষণকের তরে বিশ্ব-প্রণব-ওঙ্কার,
শুনিনু কোথায় বাজে ছিন্ন শৃঙ্খলে কার আহত ঝঙ্কার!

কালের করাতে কার ক্ষয় হ'ল অক্ষয় শিকল,
শুনি আজি ভারি আর্ত্ত জয়-ধ্বনি ঘোষিল গগন পবন জল স্থল।

কোথা কা'র আঁখি হ'তে সরিল পাষাণ যবনিকা,
ভারি আঁখি-দীপ্তি শিখারক্ত-রবি-রূপে হেরি ভরিল উদয় ললাটিকা।

পড়িল গগন-ঢাকে কাঠি,
জ্যোতিলোক হ'তে ঝরা করুণা ধারায়—ডুবে গেল ধরা মা'র স্নেহ শুষ্ক মাটি.
পাষাণ-পিঞ্জর ভেদি. ছেদি নভ-নীল—

বাহিরিল কোন বার্ত্তা নিয়া পুনঃ মুক্ত পক্ষ অগ্নি-জিব্রাইল!
দৈত্যাগার দ্বারে দ্বারে ব্যর্থ রোষে হাঁকিল প্রহরী!

কাঁদিল পাষাণে পড়ি,
সদ্য ছিন্ন চরণ-শৃঙ্খল!

মুক্তি মার খেয়ে কাঁদে পাষাণ প্রাসাদ দ্বারে আহত অর্গল!
শুনিলাম—মন পিছে পিছে যেন তরঙ্গিছে

নিখিল-বন্দীর ব্যথা-শ্বাস—
মুক্তি-মাখা ক্রন্দন-আভাস।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ছুটে এসে লুটায়ে লুটায়ে যেন পড়ে মম পায়ে ;
বলে—"ওগো ঘরে-ফেরা মুক্তি-দূত !
একটুকু ঠাঁই কিগো হবেনা ও ঘরে-নেওয়া নায়ে ?'
নয়ন নিঙাড়ি এল জল.
মুখে বলিলাম তবু—"বন্ধু ! আর দেরী নাই, যারে রসাতল
পাষাণ-প্রাচীর-ঘেরা ঐ দৈত্যাগার
আসে কাল রক্ত-অশ্বে চড়ি ঘের দুরন্ত দুর্দ্দার
বাহিরিনু মুক্ত-পিঞ্জর বুনো পাখী
ক্লান্ত কণ্ঠে জয় চির-মুক্তি ধ্বনি হাঁকি .....
উড়িবারে চাই যত জ্যোতির্দীপ্ত মুক্ত নভ-পানে,
অবসাদ-ভয় ডানা ততই আমারে যেন মাটি পানে টানে !
মা আমার ! মা আমার ! একি হ'ল হায় !
কে আমারে টানে মা গো উচ্চ হতে ধরার ধূলায় ?
মরেছে মা বন্ধ-হারা বহ্নি-গর্ভ তোমার চঞ্চল
চরণ-শিকল কেটে পরেছে সে নয়ন-শিকল !
মা ! তোমার হরিণ-শিশুরে
বিষাক্ত সাপিনী কোন্ টানিছে নয়ন-টানে কোথা কোন্ দূরে !
আজ তব নীল-কণ্ঠ পাখী গীত-হারা
হাসি তার ব্যথা-ম্লান, গতি তার ছন্দ-হীন, বক্ষ তার কর্ণা-প্রাণ-ধারা।
বুঝি নাই রক্ষী-ঘেরা রাক্ষস-দেউলে
এল কবে মরু-মায়াবিনী
সিংহাসন পাতিল সে কবে মোর মর্ম্ম-হর্ম্ম্য-মূলে !
চরণ-শৃঙ্খল মম যখন কাটিতেছিল কাল—
কোন্ চপলার কেশ-জাল
কখন জড়াতেছিল গতি-স্তব্ধ আমার চরণে ,
লৌহ-বেড়ী যত যায় খুলে, তত বাঁধা পড়ি কার কঙ্কণ-কঙ্কনে !
আজ যবে পলে পলে দিন-গণা পথ-চাওয়া পথ
বলে—"বন্ধু এই মোর বুক পাতা, আন তব রক্ত পদ-রথ—'

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

শুনে শুধু চোখে আসে জল,
কেমনে বলিব, "বন্ধু! আজও মোর ছিঁড়েনি শিকল!
হারায়ে এসেছি সখা শত্রুর শিবিরে
প্রাণ-স্পর্শমণি মোর,
রিক্ত-কর আসিয়াছি ফিরে!" ... ...
যখন আছিনু বন্ধ রুদ্ধ দুয়ার কারাবাসে
কত না আহ্বান-বাণী শুনিতাম লতা-পুষ্প ঘাসে!
জ্যোতির্লোক মহাদূত। গগন-অঙ্গন
আনাত কিরণ-সুরে নিত্য নব নব নিমন্ত্রণ!
নাম-নাহি-জানা কত পাখী
বাহিরের আনন্দ-সভায়—সুরে সুরে যেত মোরে ডাকি!
শুনি তারা চোখ ফেটে উছলাত জল—
ভাবিতাম, কবে মোর টুটিবে শৃঙ্খল,
কবে আমি-ঐ পাখী-সনে
গাব গান, শুনিব ফুলের ভাষা
অলি হয়ে চাঁপা-ফুল-বনে।
পথে যেত-অচেনা পথিক,
রুদ্ধ গবাক্ষ হ'তে রহিতাম মেলি আমি তৃষাতুর আঁখি নির্নিমিখ!
তাহাদের ঐ পথ-চলা
আমার পরাণে যেন ঢালিত কি অভিনব সুর-সুধা গলা!
পথ-চলা পথিকের পায়ে পায়ে লুটাত এ মন,
মনে হত চীৎকারিয়া কেঁদে কই—
"হে পথিক, মোরে দাও ঐ তব বাধা-মুক্ত অলস চরণ!
দাও তব পথ-চলা পা'র মুক্তি-ছোঁওয়া,
গ'লে যাক এ পাষাণ, টুটে যাক ও-পরশে এ কঠিন লোহা!"
সন্ধ্যাবেলা দূরে বাতায়নে
জ্বলিত অচেনা দীপখানি,
চাহা তার পড়িত এ বন্ধন কাতর দু-নয়নে!

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ডাকিতাম, "কে তুমি অচেনা বধূ কার গৃহ আলো ?
কারে ডাক দীপ-ইসারায় ?
কার আশে নিতি নিতি এত দীপ জ্বালো ?
ওগো তব ঐ দীপ সনে
ভেসে আসে দুটী আঁখি-দীপ কার এ রুদ্ধ প্রাঙ্গনে !"—
এমনি সে কত মধু-কথা
ভরিত আমার বদ্ধ বিজন ঘরের নীরবতা।
ওগো বাহিরিয়া আমি হায় একি হেরি—
ভাঙা কারা বাহু মেলি আছে মোর সারা বিশ্ব ঘেরি
পরাধীনা অনাথিনী জননী আমার—
খুলিল না দ্বার তাঁর,
বুকে তাঁর তেমনি পাষাণ,
পশু-তরু-ছায় কেহ 'আয় আয় যাদু" বলি জুড়ালনা প্রাণ !

ভেবেছিনু ভাঙিলাম রাক্ষস-দেউল
আজ দেখি সে দেউল জুড়ে আছে সারা মর্ম্ম-মূল !
ওগো আমি চির-বন্দী আজ,
মুক্তি নাই, মুক্তি নাই
মম মুক্তি নত-শির আজ নত-মাজ !
আজ আমি অশ্রু হারা পাষাণ-প্রাণের কূলে কাঁদি—
কখন্ জাগাবে এসে সাথী মোর ঘূর্ণী-হাওয়া রক্ত অশ্ব উচ্ছৃঙ্খল ঝঁঝি !
বন্ধু ! আজ সকলের কাছে ক্ষমা চাই—
শত্রুপুরী-মুক্ত আমি আপন পাষাণ-পুরে আজি বন্দি ভাই !

ঝড়

(পশ্চিম-তরঙ্গ)

ঝড়——ঝড়——ঝড় আমি——আমি ঝড়——
শন্——শন্——শনশন শন——ঝড়ঝড় ঝড়
কাঁদে মোর আগমনী আকাশ বাতাস বনানীতে।
জন্ম মোর পশ্চিমের অস্তগিরি-শিরে,
যাত্রা মোর জন্মি আচম্বিতে
প্রাচী'র অলক্ষ্য পথ-পানে।
মায়াবী দৈত্য-শিশু আমি
ছুটে চলি অনির্দ্দেশ অনর্থ-সন্ধানে!

অম্বিয়াই হেরিনু, মোরে ঘিরি' ক্ষত্রিয় অক্ষৌহিনী সেনা
প্রণমি' বন্দিল—"প্রভু! তব সাথে আমাদের যুগে যুগে চেনা,
মোরা তব আজ্ঞাবহ দাস—
প্রলয় তুফান বন্যা, মড়ক দুর্ভিক্ষ মহা-মারী সর্ব্বনাশ!"

বাজিল আকাশ-ঘন্টা, বসুধা-কাঁসর;
মার্ত্তণ্ডের ধূপদানী—মেঘ-বাষ্প-ধূমে-ধূমে ভরাল অম্বর!
উল্কার হাউই ছোটে, গ্রহ উপগ্রহ হ'তে ঘোষিল মঙ্গল;
মহাসিন্ধু-শঙ্খে বাজে অভিশাপ-আগমনী কলকল কল্ কলকল কল্ কলকল কল্!
"জয় হে ভয়ঙ্কর, জয় প্রলয়ঙ্কর" নির্ঘোষি' তুফান
বন্দিল ত্রিকাল-ঋষি।
ধ্যান-ভগ্ন রক্ত-আঁখি আশীষ দানিল মহাকাল।
উল্লম্ফিয়া উঠিলাম আকাশের পানে তুলি বাহু
আমি নব রাহু!

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

হেরিলাম সেবা-রতা মহীয়সী মহালক্ষ্মী প্রকৃতির রূপ,
সহসা সে ভুলিয়াছে সেবা, আগমন-ভয়ে মোর
প্রস্তর-শিখার সম নিশ্চল নিশ্চুপ!
অনুমানি' যেন কোন্ সর্ব্বনাশা অমঙ্গল ভয়
জাগি' আছে শিশুর শিয়র-পাশে ধ্যানময়া মাতা, শ্বাস নাহি বয়।
মনে হ'ল ঐ বুঝি হারা-যাতা মোর! মৌনা ঐ জননীর
শুভ্র শান্ত কোলে
—প্রহ্লাদ কুলের আমি জাত-দৈত্য-শিশু—
ঝাঁপাইয়া পড়িলাম 'মা আমার' বলে।
নাহি জানি কোন্ কণী-মনসার হলাহল-লোকে—
কোন্ বিষ-দীপ-জ্বালা সবুজ আলোকে—
নাগ-মাতা কদ্রু-গর্ভে জন্মেছি সহস্র-ফণা নাগ
ভীষণ তক্ষক-শিশু! কোথা হয় নাগ-নাশী জন্মেজয়-যাগ—
উচ্চারিছে আকর্ষণ-মন্ত্র কোন্ গুণী—
জন্মান্তর-পার হ'তে ছুটে চলি আমি সেই মৃত্যু ডাক শুনি'!
মন্ত্র-তেজে পাংশু হয়ে ওঠে মোর হিংসা-বিষ-ক্রোধ-কৃষ্ণ প্রাণ,
আমার তুরীয় গতি—সে যে ঐ অনাদি উদর হ'তে
হিংসা-সর্প-বজ্র-মন্ত্র-টান!

ছুটে চলি অনন্ত তক্ষক ঝড়—
শন্—শন্—শনশন শন্—
সহসা কে তুমি এলে হে মন্ত্রা-ইন্দ্রাণী মাতা,
তব ঐ ধূলি-আস্তরণ
বিছায়ে আমার তরে জাতকের জন্মান্তর হ'তে?
লুকাস্থ ও-অঞ্চল-আড়ালে, দাঁড়ালে আড়াল হয়ে মোর মৃত্যু-পথে!
ব্যর্থ হ'ল অঞ্চল-আড়াল; বহ্নি-আকর্ষণ
মন্ত্র-তেজে ব্যাকুল ভীষণ
রক্তে রক্তে বাজে মোর—শনশন শন
শন্——শন্——ঐ শন দূর
দূরান্তর হ'তে মাগো ডাকে মোরে অগ্নি-ঋষি বিষ-হরী সুর।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

জননী গো চলিলাম অনন্ত চঞ্চল,
বিষে তব নীল হ'ল দেহ, বৃথা মাগো ঘাম-দাহে পুড়ালে অঞ্চল।
ছুটে চলি মহা-নাগ, রক্তে মোর শুনি আকর্ষণী,
মমতা-জননী
দাহে মোর পড়িল মুরছি';
আমি চলি প্রলয়-পথিক—দিকে দিকে মারী-মরু রচি'।

ঝড়—ঝড়—ঝড় আমি—আমি ঝড়—
শন্—শন্—শনশন শন্—কড়কড় কড়—
কোলাহল-কল্লোলের হিল্লোল-হিন্দোল-
দুরন্ত দোলায় চড়ি'—'দে দোল্ দে দোল্
উল্লাসে হাঁকিয়া বলি তালি দিয়া মেঘে
উন্মদ উন্মাদ ঘোর তুফানিয়া বেগে!
ছুটে চলি ঝড়—গৃহ-হারা শান্তি-হারা বন্ধ-হারা ঝড়
স্বেচ্ছাচার-ছন্দে নাচি'! কড়কড় কড়্
কণ্ঠে মোর লুণ্ঠে ঘোর বজ্র-গিট্‌কিরি,
মেঘ-বৃন্দাবনে মুহু ছুটে মোর বিজুরির জ্বালা-পিচ্‌কিরি!
উড়ে সুখ-নীড়, পড়ে ছায়া-তরু, নড়ে ভিত্তি রাজ-প্রাসাদের,
তুফান-তুরগ মোর উরগেন্দ্র বেগে ধায়।
আমি ছুটি অশান্ত-লোকের
প্রশান্ত-সাগর-শোষা উষ্ণশ্বাস টানি';
লোকে লোকে প'ড়ে যায় প্রলয়ের ত্রস্ত কানাকানি

ঝড়—ঝড়—উড়ে চলি ঝড় মহাব্যোম-পক্ষীরাজে চ'ড়ে'
পড়-পড় আকাশের খোলা সামিয়ানা
মম ধূলিধ্বজা সনে করে জড়াজড়ি।
প্রমত্ত সাগর-বারি—অশ্ব মম তুফানীর খর ক্ষুর-বেগে
আন্দোলি' আন্দোলি' ওঠে। ফেনা ওঠে জেগে
ঝটিকার কশা খেয়ে অনন্ত তরঙ্গ-মুখে তার।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আমি যেন সাপুড়িয়া, মারি মন্ত্র-মার
ঢেউ-এর মোচড়ে ভাই মগসিন্ধু-মুখে
জল-নাগ-নাগিনীরা আছাড়ি পিছাড়ি মরে ধুকে !
প্রিয়া মোর ঘূর্ণীবায়ু বেদুইন-বালা
চূর্ণি চলে ঝঞ্ঝা-চুর ঘন আগে আগে
ঝর্ণা-ঝোরা তটিনীর নটিনী-নাচন-সুখ লাগে
শুষ্ক খড় কুটো ধূলি শীত-শীর্ণ বিদায়-পাতায়
কাস্তনী-পরশে তার।—আমার ধমকে ঘুরে যায়
বনস্পতি মহা মহীরুহ শাল্মলী পুন্নাগ দেওদার,
ধরি যবে তার
জাপটি পল্লব-ঝুঁটি, শাখা-শির ধ'রে দিই নাড়া
গুমরি' কাঁদিয়া ওঠে প্রণতা বনানী,
চচ্চড় ক'রে ওঠে পাহাড়ের খাড়া শির-দাঁড়া।

প্রিয়া মোর এলোমেলো গেয়ে গান আগে আগে চলে ;
পাগলিনী কেশে-ধূলি চোখে তার মায়া-মণি জ্বলে।
ঘাগরীর ঘূর্ণা তার ঘূর্ণী-ধাঁধা লাগায় নয়নালোকে মোর।
ঘূর্ণীঝলা হাসির হর্‌রা হানি বলে—'মনোচোর !
ধর ত আমারে দেখি'—
ত্রস্ত-বাস হাওয়া-পরী, বেণী তার দুলে ওঠে সুকঠিন মধু তালে ঠেকি।
পাগলিনী মুঠি মুঠি ছুঁড়ে মারে রাঙা পথ-ধূলি,
হানে গায় ঝর্ণা-কুলুকুচু, পদ্ম-বনে আলুথালু খোঁপা পড়ে খুলি।
আমি ধাই পিছে তার দুরন্ত উল্লাসে
লুকায় আলোর বিশ্ব চন্দ্র সূর্য তারা পদ্মর-ত্রাসে
দীর্ঘ রাজপথ-অজগর সঙ্কুচিয়া ওঠে কণে কণে,
ধরণী-কূর্মপৃষ্ঠ দীর্ণ জীর্ণ হয়ে ওঠে মত্ত মোর প্রমত্ত ঘর্ষণে
পশ্চাতে ছুটিয়া আসে মেঘ-ঐরাবত-সেনাদল
গজগতি-দোলাচন্দে ; স্বর্গে বাজে মাদল-মাদল।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সপ্ত সাগর শোষি' তপ্ত তপ্ত তারা—
উপুড় ধরণী-পৃষ্ঠে উগারে নিফুল লক্ষ বারি-তীর-ধারা।
ঝরে যায় ধরা-ক্ষত-রসে
সহস্র পঙ্কিল স্রোত-ধার।
চণ্ডবৃষ্টি-প্রপাত-ধারা-ফুলে
বরষার বুকে ঝলে জল-মালা-হার।

আমি ঝড়, হুন্নোড়ের সেনাপতি ; খেলি মৃত্যু-খেলা
ঘূর্ণনীরা প্রিয়া-সাথে। দুর্যোগের হুলাহুলি মেলা
ধায় মম অশ্রান্ত পশ্চাতে।
মম প্রাণ-রঙ্গে মাতি' নিখিলের শিখী-প্রাণ মুহু মুহু মাতে!
শ্যাম স্বর্ণ পত্রে পুষ্পে কাঁপে তার অনন্ত কলাপ
দারুণ দাপটে মম জেগে ওঠে অগ্নিস্রাব-জ্বলন্ত-প্রলাপ
ভূমিকম্প ঝঞ্ঝার ধরথর ধরিত্রীর বুকে!
বাসুকী-মন্দার সম মন্থনে মন্থনে মম সিন্ধু-তট ভরে ফেনা-থুকে।
জেগে ওঠে মম সেই সৃষ্টি সিন্ধু-মন্থন-ব্যথার
রবি শশী তারকার অনন্ত বুদ্‌বুদ!—উঠে ভেঙে যায়
কত সৃষ্টি কত বিশ্ব আমার আনন্দ-গতি পথে।
শিবের সুন্দর ভ্রূ-আঁখি
যমের আরক্ত ঘোর মশাল নয়ন—দীপ মম রথে।
জয়ধ্বনি মাতে মোর স্বর্গদূত "মিকাইলের" * আতঙ্কী-পাখায়।
অনন্ত-বন্ধন-নাগ-শিরস্ত্রাণ শোভে শিরে! শিখী-চূড়া আর
শনির অশনি ঐ ধূমকেতু-শিখা,
পশ্চাতে দুলিছে মোর অনন্ত আঁধার চিররাত্রি যবনিকা!
জটা মোর নীহারিকাপুঞ্জ ধূম্র পাটল পিঙ্গাস,
বহে তাহে রক্ত-গঙ্গা নিপীড়িত নিখিলের লোহিত নিকাশ!

* মিকাইল—ঈশ্বরের দূত, যাঁর হাতে রয়েছে মৃত্যুর শিঙা।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ঝড়—ঝড়—ঝড় আমি—আমি ঝড়—
কড়কড় কড়

বজ্র-বায়ু-দম্ভে-দম্ভে ঘর্ষি চলি ক্রোধে !
ধূলি-রক্ত বাত মম বিন্ধ্যাচল সম রবি-রশ্মি-পথ রোধে ।
ঝঞ্ঝনা-ঝাপটে মম
ভীত কূর্ম্ম সম
সহসা সৃষ্টির কোলে নিরতি লুকায় ।
আমি ঝড়, দুলুমের-ভিস্তির-মশীর বাজে ব্রত মম পা'য় ।
ধাক্কার ধমকে মম থান থান মিথ্যের নিরন্ধ দুয়ার,
সাগরে বাড়ব লাগে, মড়ক চুরাকি ধরে আমার ধুয়ার ।
কৈলাসে উল্লাস ঘোষে ডমরু ডিণ্ডিম্
ত্রিম্ ত্রিমি ত্রিম্ !
অম্বর ডঙ্কার ডামাডোল
সজনের বুকে আনে অশ্রু-বন্যা বাধা-উতরোল ।
ভাণ্ডারে সঞ্চিত মম দুর্ব্বাসার হিংসা ক্রোধ শাপ ।
ভীম উগ্রচণ্ড ফেলে উল্কারূপী অগ্নি অশ্রু, সহিতে না পারি মম তাপ !
আমি ঝড়, পদতলে 'আতঙ্ক'-কুঞ্জর, হস্তে মোর 'মাতৈঃ'-অঙ্কুশ ।
আমি বলি, ছুটে চল প্রলয়ের লাল ঝাণ্ডা হাতে,—
হে নবীন পরুষ পুরুষ !
স্কন্ধে তোল্ উদ্যত বিদ্রোহ ধ্বজা, কণ্টক-অশঙ্ক রে নির্ভীক !
পুরুষ ক্রন্দন-জয়ী,—দুঃখ দেখে দুঃখ পায়—ধিক্ তারে ধিক্ !
আমি বলি, বিশ্ব-গোলা নিয়ে খেল্ লুকোলুকি খেলা !
বীর নিক্ষ বিপ্লবের লাল-ঘোড়া,
ভীরু নিক্ পারে-ধাওয়া পলায়ন-তেজা !
আমি বলি, প্রাণানন্দে পিয়ে নে রে বীর,
জীবন-রসনা দিয়া প্রাণ ভ'রে মৃত্যু-ঘন ক্ষীর ।
আমি বলি, নরকের 'নার'* মেখে নেয়ে আয় কালা কুণ্ড সূর্য্যের হাম্মামে ।
রৌদ্রের-চন্দন-শুচি, উঠে বস্ গগনের বিপুল তক্তামে ।

* 'নার'—অগ্নি ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আমি ঝড় মহা-শক্র স্বস্তি শান্তি শ্রীর,
আমি বলি, শ্মশান-সুষুপ্তি শান্তি—
জয়নাদ আমি অশান্তির।

পশ্চিম হইতে পূবে ঝঞ্ঝা-কাঁকর
ঝঞ্ঝা-ভগঝম্প ঘোর—বাজায়ে চলেছি ঝড়—
ঝনাৎ ঝনাৎ ঝন্,
ঝমর্ ঝমর্ ঝন্ ঝনন ঝনন্ শন্
শনশনশন্—
হুহু হুহু হুহু—--
সহসা কম্পিত-কণ্ঠ-ক্রন্দন শুনি কার—"উহু! উহুউহউহু!"
সদ্য কাজল-পদ্ম কে সিক্ত-বসনা একা ভিজে—
বিরহিণী কপোতিনী, এলোকেশ কালোমেঘে পিঠে!
নয়ন-গগনে তার নেমেছে বাদল, ভিজিয়াছে চোখের কাজল,
মলিন করেছে তার কালো আঁখি-তারা
বায়ে-ওড়া কেতকীর পীত পরিমল।
এ কোন্ শ্যামলী পরী পূবের পরীস্থানে কেঁদে কেঁদে যায়—
নবোদ্ভিন্ন কুঁড়ি-কদম্বের ঘন যৌবন-ব্যথায়!
জেগেছে বালার বুকে এক বুক বাথা আর কথা,
কথা শুধু প্রাণে কাঁদে,
ব্যথা শুধু বুকে বেঁধে, মুখে ফোটে শুধু আকুলতা!
কদম্ব তমাল তাল পিয়াল-তলায়
দূর্বাদল-মখমলে শ্যামলী-শ্যামলতা তার মুছে মুছে যায়!
বাধে বেণী কেয়া-কাঁটা-বনে।
বিদেশিনী দেয়াশিনী একমনে দেয়া ডাক শোনে!
দাদুরীর আদুরী কাজরী
শোনে আর আঁখি-মেঘ-কাজল গড়ায়ে
দুখ-বারি পড়ে ঝরঝরি।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ঝিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্—রিমিঝিমি রিম্ ঝিম্
বাজে পাঁইজোর—
কে তুমি পুরবী বালা ? আর যেন নাহি পাই ভোর
চলা-পায়ে মোর, ও-বালা আমারো বুকে বাজে।
ঝিল্লির ঝিমানী-ঝিনিঝিনি
শুনি যেন মোর প্রতি রক্ত-বিন্দু-মাঝে !

আমি ঝড় ? ঝড় আমি ?—না না আমি বাদলের বায় !
শুধু ! কণা নাই !
কোথায় ?
ঝড় কোথা ? কই ?——
বিপ্লবের লাল-ঘোড়া ঐ ডাকে ঐ——
ঐ শোনো শোনো তার কেশর চিকুর,
ঐ তার ক্ষুর-হানা মেঘে !—
না, না, আজ যাই আমি, আবার আসিব ফিরে
হে বিদ্রোহী বন্ধু মোর ! তুমি থেকো জেগে !
তুমি রক্ষী এ রক্ত-মধের,
হে বিদ্রোহী অন্তর্দেবতা !—শুন শুন মায়াবিনী ঐ ডাকে ফের—
পূবের হাওয়ায়—!
যায়—যায়—সব ভেসে যায়——
পূবের হাওয়ায়——
হায় !——